অতি জরুরী মছলা মাছায়েল

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দীন,
এমামোল হোদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সুফী
জনাব, আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা —

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী
সু-প্রসিদ্ধ পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ,
ফকিহ্ শাহ্ সুফী, আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা —

মোহম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট-মাওলানাবাগ "নবনূর কম্পিউটার" ও
প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
চতুর্থ মুদ্রণ - ১৪২১ বঙ্গাব্দ
মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على

رسوله سيدنا محمد وآله واصحبه اجمعين☆

অতি জরুরী

মছলা-মছায়েল

প্রথম মছলা বীমা

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবি ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ার ৩য় খণ্ড ৩৭/৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

প্র ঃ— এই মছলা জিজ্ঞাস্য যে, হিন্দুস্তানের অনেক কোম্পানী জীবন বীমা এবং সম্পত্তি বীমা করিয়া থাকেন, উহার নিয়ম এই যে, তাহারা স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির এক প্রকার বাৎসরিক কমিশন লইয়া থাকেন, যদি এক বৎসরের মধ্যে ঐ সম্পত্তি অগ্নি লাগিয়া নষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহারা যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট মূল্যের কমিশন লইয়াছে, সেই পরিমাণ টাকা বিনষ্ট সম্পত্তির মালিককে এককালীন দিয়া থাকে। অনেক লোক স্থাবর সম্পত্তির বীমা করিয়া থাকে, শরিয়ত অনুসারে এইরূপ বীমা জায়েজ হইবে কি না?

উ ঃ— সম্পত্তি বীমাতে কোম্পানি যে টাকাগুলি সম্পত্তির মালিককে দিয়া থাকে, উহা প্রকাশ্য ভাবে জুয়া, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা সুদ, উভয় বিষয় হারাম; কাজেই এইরূপ বীমা হারাম। এইরূপ জীবন বীমা প্রকাশ্য ভাবে ঘুষ এবং প্রকৃত পক্ষে সুদ।

দেওবন্দের মাদ্রাছার মুফতি সাহেবের ফৎওয়া।

جان بیمہ کرنا سود اور قمار پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے ☆

کتبہ احقر محمد شفیع غفرلہ خادم دارالافتاء دارالعلوم دیوبند☆

الظاهر ان الاجوبة كلها صحيحة.

(شمس العلماء) محمد یحیٰ عفی عنہ☆

ہیڈ مولوی مدرسہ عالیہ کلکتہ☆

জীবন বীমাতে সুদ ও জুয়া থাকার জন্য উহা নাজায়েজ হইবে।

মোহাম্মাদ শফি	জওয়াব ছহিহ
মুফতিয়ে-দেওবন্দ।	শামছোল-ওলামা
	মোহম্মদ এহইয়া
	হেড মৌঃ মাদ্রাসা আলিয়া কলিকাতা।

ছাহারাণপুরের মুফতি সাহেবের ফৎওয়া।

جان کا بیمہ ناجائز ہے

الجواب صحيح	الجواب صحيح
احقر سعید	العبد محمود گنگوہی
مدرس مدرسہ	معین مفتی مدرسہ
مظاہر علوم سہارنپور☆	مظاہر العلوم سہارنپور

الجواب صحيح

عبداللطیف

مدرسہ مظاہر العلوم

سہارنپور☆

জীবন বীমা করা জাওয়াব ছহিহ জাওয়াব ছহিহ
নাজায়েজ। ছইদ, আবদুল
লতিফ
সহকারি মুফতি মোদাররেছ মাদ্রাছা, মাদ্রাছা মাজাহেরে
মাদ্রাছা মাজাহেরে মাজাহেরে-উলুম উলুম,
ছাহারাণপুর
উলুম, ছাহারাণপুর ছাহারাণপুর।

দিল্লীর মাদ্রাছা আমিনিয়ার ফৎওয়া।

جان کا بیمہ یقیناً جائز نہیں کیونکہ یہ قسم قمار اور میسر کے

ہے کہ جسکی حرمت نص قرآن پاک سے ثابت ہے فقط ☆

حبیب المرسلین نائب مفتی مدرسہ امینیہ دہلی ☆

নিশ্চয় জীবন বীমা নাজায়েজ, কেননা ইহা জুয়ার প্রকার বিশেষ যাহার হারাম হওয়া কোরআন পাক হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে।

হবিবোল-মোরছালিন
সহকারি মুফতি মাদ্রাছা
আমিনিয়া, দিল্লী।

ছওয়াল ঃ—

শরিয়তের আলেম ছাহেবান কি মত প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে জীবন বীমা কোম্পানী খুলিয়াছে, উহাতে মাসিক বা এক কালীন টাকা পয়সা জমা দেওয়া ও কারবার করা জায়েজ কিনা, ইহার ফতোয়া দানে সমাজকে রক্ষা করতঃ নেকি হাছিল করিতে মর্জ্জি হয়।

জওয়াব ঃ—

শরিয়ত মতে উহা নাজায়েজ। যেহেতু বীমার টাকা দাতা যেমন ১০০৲ টাকা দিবার পর মৃত্যু হইল, তাহার ওয়ারিশদিগকে ১ হাজার কিম্বা ৫০০৲ টাকা দিবে, উহা কোথা হইতে কাহার হক কোম্পানী দিবে এবং উহা কিসের বাবদ দেওয়া হয়, ইহা সুদ ও জুয়া, যদি কারবার হইত, তবে তাহার চুক্তি ঠিক থাকিত না। কারবারে লাভ

লোকসান আছে। এই বীমাতে এক নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট হারে টাকা দেওয়া হয়; কাজেই ইহা ব্যবসা নয়, এইজন্য বীমা শরিয়ত মতে হারাম। এতদ্ভিন্ন ঐ কারবার বন্ধ হইলে দাতাদের টাকা সমূলে বিনাশ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা, এই আশঙ্কাজনিত কার্য্যস্থলে মুছলমানের টাকা দেওয়া হারাম।

আলেমগণের স্বাক্ষর ঃ—

(১) (হজরত মাওলানা মোজাদ্দেদে-জামান পীর) মোহাম্মদ আবুবকর।

(২) মোহাম্মদ রুহুল আমিন।

(৩) (মাওলানা) মোহাঃ ময়েজউদ্দিন হামিদি।

(৪) (মাওলানা) আমির হোসেন,

(৫) (মাওলানা) মোহঃ মোবারক আলি,

(৬) (মাওলানা) মোহাম্মদ ইয়াছিন,

(৭) (মাওলানা) আহমদ আলি এনায়েতপুরী,

(৮) (মাওলানা) নেছার আহমদ,

(৯) (মাওলানা) আবুজাফর।

২য় মছলা

প্রঃ— লটারি খেলা কি?

উঃ— তফছিরে-খাজেন, ১/১৭৮ পৃষ্ঠা ;—

'ময়ছর' শব্দের উৎপত্তির বিবরণ এই যে, ইসলামের পূর্ব্ব অজ্ঞ-তার যুগে ধনবান আরবেরা উট জবহ করতঃ ২৮ অংশে বিভাগ করিত, উহার জন্য ১০ টি তীর (পাশা) স্থির করিত, তৎসমস্তের নাম পাশা (আজলাম) রাখা হইত। প্রথম পাশার নাম فز ফেজ্জ দ্বিতীয়টির নাম توام তওয়াম, তৃতীয়টির নাম رقيب রকিব' চতুর্থটির নাম حلس হেলছ, পঞ্চমটির নাম نافس নাফেছ, ষষ্টটির নাম مسبل মোছবেল, সপ্তমটির নাম معلى মোয়াল্লা, অষ্টমটির নাম منيح মনিহ, নবমটির নাম سفيح ছফিহ ও দশমটির নাম وغد অগদ। ৭টি পাশার এক হইতে সাত পর্য্যন্ত অংশ স্থির করিতেন। তিনটি পাশার কোন অংশ থাকিত না, প্রথম পাশার অংশ এক, দ্বিতীয় পাশার অংশ দুই, তৃতীয়টির অংশ তিন, চতুর্থটির অংশ চারি, পঞ্চমটির অংশ পাঁচ, ষষ্টটির অংশ ছয় ও সপ্তমটির অংশ সাত স্থির করা হইত। অবশিষ্ট তিনটির কোন অংশ থাকিত না। তৎপরে একজন বিশ্বাসী লোকের হস্তে পাশাগুলি স্থাপন

করা হইত, সে ব্যক্তি তৎসমস্ত একটি থলিতে নিক্ষেপ করিত, কোন এক ব্যক্তির নাম লইয়া একটি পাশা বাহির করা হইত, সেই পাশার অংশের অনুপাতে সে উটের মাংস লাভ করিত। আর অংশ বিহীন পাশা যাহার নামে উঠিত, সে কোন অংশ পাইত না। এই আয়তে সমস্ত প্রকার হারজীতের বাজি নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা অবিকল আজিকালের লটারি। কাজেই কোরআনের انما الخمر والميسر الخ এই আয়ত হইতে উহা হারাম প্রমাণিত হইল।

৩য় মছলা সেভিং ব্যাংকের সুদ

চোর দস্যুর ভয় হইতে রক্ষা পাওয়া উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যাঙ্কে টাকা কড়ি গচ্ছিত রাখা হয়, ইহা জরুরতের জন্য করা হয়, কিন্তু খোদাতায়ালা সুদ লওয়া দারোল-ইসলামে হারাম করিয়া দিয়াছেন, ইহার বহু কারণ আছে, দরিদ্র শোষণ একমাত্র কারণ নহে, ইহার কতকগুলি কারণের কথা আমি ছাইয়াকুল পারার তফছিরে বর্ণনা করিয়াছি। সেই সমস্ত কারণে ধনি, দরিদ্র, মুছলমান, খ্রীষ্টান, য়িহুদি ও হিন্দু সকলের নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করা হারাম হইয়াছে। সুদখোরের সহিত হাশরে খোদা ও রাছুলের যুদ্ধ করার কথা কোরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে। আল্লামা-আলুছি তফছিরে লিখিয়াছেন, সুদের টাকা কেবল যে খাওয়া হারাম তাহা নহে, বরং যে কোন কার্য্যে ব্যয় করা, কিম্বা গ্রহণ করা হারাম।

কাজেই ব্যাঙ্ক হইতে সুদ লওয়াই হারাম, উহা লইয়া স্কুল মাদ্রাছা মছজেদ, টিউবওয়েল, পথ ঘাট নির্ম্মাণ, কোরআন খরিদ, দরিদ্র ও তালেবোল-এলম দিগকে দান, এইরূপ সমস্ত কার্য্যে ব্যয় করা দ্বিতীয় হারাম হইবে।

পাশ বহিতে বিনা সুদ লেখা থাকিলে, উহাতে সুদ হইবে কেন?

আমি মুছলমান হিসাবে সুদ লইব না বলিয়া লিখিয়া দিলাম, জবর দস্তিভাবে সুদ কষা হইবে, ইহা একেবারে বাতীল কথা।

যদি পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট জবর দস্তি করিয়া সুদ আদায় করিয়া লয়, তবে তাহার হিসাব মুছলমান দিগকে দিতে হইবে না।

মুছলমানেরা ধান্য চাউল ইত্যাদি সমস্ত জাতির নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহারা উহা ভক্ষণ করিয়া শেরক, কোফর, বেদায়াত ও গোনাহ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন, উহা খাইতে না পারিলে, তাহারা মরিয়া যাইতেন, ইহাতে কি মুছলমানেরা গোনাহগার হইবেন?

মুছলমানগণ খোর্ম্মা, আঙ্গুর, গম ইত্যাদি সমস্ত জাতির নিকট বিক্রয় করিয়া

থাকেন, উক্ত লোকেরা তৎসমস্ত দ্বারা মদ তাড়ি ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন, ইহাতে কি তাহারা গোনাহগার হইবেন? মুছলমান বাদশাহগণ সমস্ত জাতিকে প্রজারূপে জমি বন্দবস্ত করিয়া দিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহারা উক্ত জমিতে পূজা মন্দির, দেবালয় প্রস্তুত করিয়া থাকে, ইহাতে কি বাদশাহগণ গোনাহগার হইবেন? মুছলমানগণ হিন্দু জমিদার দিগকে খাজনা এবং খ্রীষ্টান গবর্ণমেন্টকে লাইসেন্স দিয়া থাকেন, ইহাতে তাহারা হিন্দু মিশণের সাহায্য, পূজা পার্ব্বন, মন্দির দেবালয় স্থাপন এবং গবর্ণমেন্ট তোপ গোলা বন্দুক প্রস্তুত, মিশনারী ফণ্ডেদান ইছলাম রাজ্য আক্রমণ ইত্যাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, ইহাতে কি মুছলমানগণ গোনাহগার হইবেন।

পোষ্টাল রিপোর্টে জানা যায় যে, বহু লক্ষ টাকা পোষ্ট অফিসে জমা আছে, উহা সুদ সংক্রান্ত টাকা যাহা মুছলমানগণ গ্রহণ করেন নাই, যদি ঐ টাকা খ্রীষ্টান মিশনে দেওয়ার কথা সত্য হইত, তবে উহা জমা থাকার রিপোর্ট বাহির হইত না।

মূল কথা, ব্যাঙ্কে সুদ লওয়া উদ্দেশ্যে টাকা জমা দেওয়া জায়েজ নহে, অবশ্য জরূরতের জন্য চোর দস্যু হইতে টাকা কড়ি নিরাপদে রাখা উদ্দেশ্যে বিনা সুদে তথায় টাকা জমা দেওয়া জায়েজ হইবে। ব্যাঙ্কের সুদ গ্রহণ হারাম এবং উহা কোন কার্য্যে ব্যয় করাও হারাম। মাওলানা থানাবি সাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ার ৩/৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

প্রঃ— ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া উহার সুদের উপসত্ব ভোগ করা জায়েজ হইবে কি না? ব্যাঙ্কের মালিকগণ খ্রীষ্টান।

উঃ— অকাট্য দলিল সমূহে সুদ হারাম, উহাতে খ্রীষ্টান ও গর খ্রীষ্টান সমস্তই সমান।

৪র্থ মছলা

প্রঃ— নোটের বাটা লওয়া কি?

উঃ— নোট কম মূল্যে আদান প্রদান নাজায়েজ, এমদাদোল-ফাতাওয়া, ৩/৩১ পৃষ্ঠা, মজমুয়া-ফাতাওয়া মাওলানা লখনবি, ২/২২৭/২২৮।

সুদের দ্বার উন্মুক্ত করা উদ্দেশ্যে টাকার পয়সা কম বেশী আদান প্রদান জায়েজ নহে। এমদাদোল-ফাতাওয়া, ৩/২৪ পৃষ্ঠা।

৫ম মছলা

প্রঃ— নিজের ফটো তোলা কি? জীব জন্তুর ছবি আঁকা কি?

উঃ— উভয় হারাম, এমদাদোল-ফাতাওয়া, ২/১৫৮ পৃষ্ঠা। এসম্বন্ধে এছলাম

ও চিত্র কলা প্রবন্ধ পুস্তকারে পুনরায় মুদ্রিত হইবে।

৬ষ্ঠ মছলা

প্রঃ— টকি ও থিয়েটার দেখা কি?

উঃ— তথায় উলঙ্গিনী স্ত্রীলোকের ছবির নর্তন কুর্দ্দন, সঙ্গীত বাদ্য, গায়িকা ইত্যাদি ক্রীড়া কৌতুক থাকে, উহাতে পুরুষদিগের যোগদান করা হারাম এবং স্ত্রীলোকদের তথায় যাওয়া কঠিন হারাম।

৭ম মছলা

প্রঃ— গ্রামোফোনের জায়েজ নাজায়েজ হওয়ার হুকুম কি?

উঃ— মাওলানা থানাবী ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের ১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

اگر راگ باجہ اس میں بند کیا گیا ہے تو اس کا سننا اور سنانا سب ناجائز ہے یا اس وجہ سے کہ وہ حکایت بالکل محکی عنہ کے مماثل ہے تو جو مفاسد مدار نہیں محکی عنہ کے ہیں وہی مفاسد حکایت میں پائے جاتے ہیں مثلاً تحریک قوی شہوت وغیرہ ☆

যদি সঙ্গীত বাদ্য ফনোগ্রাফে আবদ্ধ করা হয়, তবে উহা শ্রবণ করা ও শ্রবণ করান সমস্তই নাজায়েজ, ইহার কারণ এই যে, এই নকল গান বাদ্য মূল গান বাদ্য যে ফাছাদ গুলির জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই নকলে সেই ফাছাদ গুলি পাওয়া যাইতেছে, যথা কামশক্তি উত্তেজিত করা ইত্যাদি।

৮ম মছলা

জওয়াব

প্রঃ— গ্রামোফোনে কোরআন শরিফ পাঠ ও আজান দেওয়া কি?

উঃ— ছাহারানপুরের মুফতি সাহেবের ফৎওয়া ;—

(الجواب)

قرآن پاک کی تلاوت کرنے یا اذان کے رکاڈ بنانا ناجائز ہے
اس سے قرآن پاک کی بے حرمتی ہوتی ہے اور لوگ اسکو بھی مثل دیگر
لہو ولعب کے ایک کھیل سمجھتے ہیں۔ اس لئے مسلمانوں کو اس سے کلی
اجتناب لازم۔ قرآن شریف یا دیگر شعائر اسلام کو لہو ولعب بنانا کفر
ہے یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم
هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اولیاء۔
سورة مائده☆

صحیح
عبد اللطیف
مدرسہ مظاہر علوم

صحیح
حررہ سعید احمد غفرلہ
دار الافتاء مدرسہ مظاہر
علوم سہارنپور

কোরআন পাক, পাঠের ও আজানের রেকর্ড প্রস্তত করা জায়েজ নহে, ইহাতে কোরআন পাকের অবমাননা করা হয়। লোকেরা ইহাকেও অন্যান্য ক্রীড়া কৌতুকের তুল্য একটি ক্রীড়া কৌতুক বুঝিয়া থাকে, এই হেতু মুছলমানদিগাকে ইহা হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত থাকা ওয়াজেব। কোরআন শরিফ কিম্বা অন্যান্য ইছলামি চিহ্নগুলিকে ক্রীড়া কৌতুক বানান কাফেরি কার্য্য।

ছুরা মায়েদাতে আছে ;—

হে ইমানদারগণ, তোমাদের পুর্ব্বকার যে গ্রন্থধারিগণ তোমাদের দ্বীনকে বিদ্রুপ ও ক্রীড়াজনক বানাইয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না।

জওয়াব ছহিহ্ ছইদ আহমদ
দারোল-এফ্তা মাদ্রাছা
মাজাহেরে-উলুম
ছাহারাণপুর।

জওয়াব ছহিহ্
আবদুল লতিফ
মাদ্রাছা মাজাহেরে-
উলুম।

দেওবন্দের ফৎওয়া।

الجواب

گراموفون آلات لہو میں داخل ہے اس میں قرآن شریف کی آیتیں بھرنا قرآن شریف کی اہانت ہے اس لئے کہ قرآن شریف کو لہو بنایا جاتا ہے اور یہ معصیت ہے اور گراموفون سے سننا اسی معصیت کی اعانت وترجیح ہے لہذا ناجائز ہے وهذا خلاصة ما في الفتاوى الامدادية☆

کفایت اللہ گنگوہی غفرلہ
مفتی دارالعلوم ۔ دیوبند

গ্রামোফোন বাদ্য যন্ত্রের অন্তর্গত, উহার মধ্যে কোরআন শরিফের আয়তগুলি আবদ্ধ করিলে, কোরআন শরিফের অবমাননা করা হইবে। যেহেতু কোরআন শরিফের ক্রীড়া বানান হয়। আর ইহা গোনাহ। আরও গ্রামোফোন কর্ত্তৃক উহা শ্রবণ করিলে, উক্ত গোনাহ কার্য্যের সাহায্য ও প্রচার করা হয়, এইহেতু নাজায়েজ। ইহা ফাতাওয়ায়-এমদাদিয়ার মূল অর্থ।

কেফাএতুল্লাহ গাঙ্গুহী,
মুফতি-দারোল-উলুম-দেওবন্দ।

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের ১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

لیکن چونکہ مقصود اس سے تلہی ہے اس عارض کی وجہ سے قرآن بھرنا اس میں جائز نہ ہوگا اسی طرح سننا بھی ☆

যেহেতু গ্রামোফোনের উদ্দেশ্য ক্রীড়া কৌতুক হইয়া থাকে, এই স্বতন্ত্র কারণে রেকর্ডে কোরআন আবদ্ধ করা জায়েজ নহে, এইরূপ উহা শ্রবণ করা জায়েজ নহে।

দিল্লীর মুফতি সাহেবের ফৎওয়া

الجواب

گراموفون قرآن شریف کی تلاوت اور آذان پڑھنا ناجائز ہے کیونکہ اس میں وجوھات کثیرہ سے کلام پاک اللہ کے نام کی بیحرمتی ہوتی ہے اس وجہ سے مسلمانوں پر ضروری ہے کہ اس سے اشد درجہ کا اجتناب کریں فقط ...

حبیب المرسلین

نائب مفتی مدرسہ امینیہ . دہلی

গ্রামোফোনে কোরাণ শরিফ পাঠ ও আজান দেওয়া নাজায়েজ। কেননা ইহতে বহু কারণে কোরআন পাঠ ও আল্লাহতায়ালার নামের অবমাননা করা হয়, এই হেতু মুছলমানদিগের উপর ওয়াজেব এই যে, তাহারা যেন ইহা হইতে সম্পূর্ণ রূপে পরহেজ করেন।

হবিবোল মোরছালিন,
নায়েব মুফতি মাদ্রাছা আমিনিয়া, দিল্লী।

৯ম মছলা

প্রঃ— কোরআনের অবমাননা করিলে কি হয়?

উঃ— শরহে ফেকহে আকবর ২০৫ পৃষ্ঠা।—

فی تتمة الفتاوی استخف بالقرآن او بالمسجد او نحوه مما یعظم فی الشرع کفر ...

অতেম্মাতোল ফাতাওয়াতে আছে, যে ব্যক্তি কোরআন, মছজেদ কিম্বা তৎতুল্য শরিয়তের সম্মানিত কোন বিষয়কে অবজ্ঞা করে, সে কাফের হইবে।

وفی الخلاصة من قرآ القرآن علی ضرب الدف و القضیب یکفر قلت ویقرب منه ضرب الدف و القضیب مع ذکر اللّٰه تعالی ونعت المصطفی صلعم و کذ التصفیق علی الذکر ☆

"খোলাছা কেতাবে আছে, যে ব্যক্তি দফ বাজান ও বাঁশী বাজান উপলক্ষে কোরআন পড়ে, সে কাফের হইবে। আমি বলি আল্লাহ-তায়ালার জেকর ও নবি (ছাঃ) এর প্রশংসা উপলক্ষে দফ ও বাঁশী বাজান উহার তুল্য হইবে। এরূপ জেকর কালে হাতে তালি দেওয়ার ঐ ব্যবস্থা হইবে"।

ইহাতে বুঝা যায় যে, গ্রামোফোনে কোরআন ও কলেমা পড়িলে আজান দিলে ও মিলাদ পড়িলে, কাফের হইতে হইবে।

১০ম মছলা

প্রঃ— কোন্ মুছলমান কাফের হইলে, কি হইবে?

উঃ— তাহার সমস্ত জীবনের নেকি নষ্ট হইবে, তাহার স্ত্রীর নেকাহ ভঙ্গ হইবে, তাহার উপর জানাজা পড়া হারাম হইবে এবং তাহাকে মুছলমানদিগের গোরস্থানে দফন করা নাজায়েজ হইবে।

যদি সে কলেমা রদ্দে কোফর পড়িয়া নূতন করিয়া ইমান আনে এবং নিজের

স্ত্রীর নেকাহ দোহরাইয়া লয়, তবে ইছলামে প্রবেশ করিতে পারিবে।

১১শ মছলা

প্রঃ— জুমার দিবস ওয়াজের মহফেলের জন্য জুমার পুর্ব্বে প্রায় দুই আড়াই হাজার শ্রোতা সমবেত হইলেন' তথাকার মছজেদে প্রায় ৫০ জন লোক জুমা পড়িয়া লইলেন, অবশিষ্ট লোকগুলি সেই বস্তির সন্নিকট একটি ক্ষেত্রে যাহাতে বর্ত্তমান কোন ফসল হয় নাই, আর উহার পার্শ্বে বস্তির বাটি সকল বর্ত্তমান আছে, উক্ত জমিনের মালিকের অনুমতি লইয়া জুমার নামাজ পড়িয়া লইলেন, এক্ষণে তথায় উক্ত ব্যক্তিদের জুমার নামাজ ছহিহ হইল কি না?

জওয়াব।

جس جگہ جمعہ کے نماز پڑھنی جائز ہے وہاں جمعہ کی نماز مسجد میں

ہو یا میدان میں جائز ہے محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دہلی☆

যে স্থানে জুমার নামাজ পড়া জায়েজ আছে, তথায় মছজেদে হউক আর ময়দানে হউক, জুমার নামাজ জায়েজ।

(মুফতি মাওলানা) মোহঃ কেফাএতুল্লাহ (দিল্লী)

জওয়াব।

جس بستی میں جمعہ جائز ہے تو وہاں جواز کے لئے جامع مسجد ہونا شرط نہیں بلکہ عیدگاہ

میں اور فناء مصر میں سب جگہ جمعہ درست ہے☆

والمسجد الجامع ليس بشرط ولهذا اجمعوا على

جوازها بالمصلى في فناء له في فناء المصراه كبيرى

شرط ادائها المصر او مصلاه والحكم غير مقصور على

المصلى بل يجوز فى جميع افنية المصراه زيلعى فقط☆

صحيح الجواب

حـــرره الــعبـــد مـــحـمـود

گــنــگوهي معين مفتي مدرسه

مظاهر علوم سهارنپور

عبد اللطيف ، سعيد احمد

عفى الله عنه

যে বস্তিতে জুমা জায়েজ আছে, তথায় জায়েজ হওয়ার জন্য জামে মছজেদ হওয়া শর্ত্ত নহে, বরং ঈদগাহতে ও শহরের কিনারাতে সমস্ত স্থানে জুমা জায়েজ।

"জামে মছজেদে শর্ত্ত নহে, এই হেতু শহরের কিনারাতে ঈদগাহতে জুমা জায়েজ হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন। ইহা কবিরিতে আছে।

"জুমা আদায়ের শর্ত্ত শহর কিম্বা ঈদগাহ। এই হুকুম ঈদগাহে সীমাবদ্ধ নহে, বরং শহরের সমস্ত কিনারাতে জায়েজ হইবে। ইহা জয়লয়ি বর্ণনা করিয়াছেন।

সহকারি মুফতি মাদ্রাছা
মাজাহেরে-উলুম
(মাওলানা) মাহমুদ গাঙ্গোহি,

ছহিহ হইয়াছে,
(মাওলানা) ছইদ আহমদ।

ছহিহ হইয়াছে,
(মাওলানা) আবদুল লতিফ

১২শ মছলা

প্রঃ—আবাদ মছজেদকে পার্থিব সুবিধা হেতু স্থানান্তরিত করা জায়েজ কি না?

উঃ—ইহা জায়েজ নহে, ইহাতে মছজেদকে বিরাণ করা হয়। কোরআন শরিফের ছুরা বাকারার ১৪ রুকুতে আছে;—

و من اظـلـم ممن منع مسجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ....

আর যে ব্যক্তি আল্লাতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নামের জেকর করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং উহা বিরাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারি আর কে আছে?

আয়তের শেষে আছে ;—

لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب الیم

"তাহাদের জন্য দুনইয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং তাহাদের জন্য আখেরাতে যন্ত্রনাদয়ক শাস্তি আছে"।

তফছিরে জালালাএনের ১৫ পৃষ্ঠায়, বয়জবির ১/১৮২ পৃষ্ঠায়, হাশিয়ায়-জোমালের ১/৯৭ পৃষ্ঠায়, কাশশাফের ১/২৩০ পৃষ্ঠায়, ছেরাজোল-মনিরের ১/৮৪ পৃষ্ঠায়, রুহোল-বায়ানের ১/১৪২ পৃষ্ঠায়, রুহোল-মায়ানির ১/২৯৭ পৃষ্ঠায়, হাশিয়ার শেখ জাদার ১/৩১৪ পৃষ্ঠায়, বায়ানোল-কোরআনের ১/৫৫ পৃষ্ঠায় ও খোলাছাতোতাফাছিরের ১/৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, মছজেদ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে কিম্বা বেকার অবস্থায় ত্যাগ করিলে (নামাজ, আজান ও জামায়াত ত্যাগ করিলে) উহা বিরাণ করা হয়। এক্ষণে হিন্দুস্তানের কয়েকটি ফৎওয়া শুনুন ;—

দিল্লীর মুফতি সাহাবের ফৎওয়া

سوال

ایک مسجد آباد ہے متولی مسجد اغراض دنیوی کی غرض سے اس

مسجد کو توڑ کر سو قدم یا ہزار قدم فصلہ پر دوسری مسجد بنوائی ایا اس طرح مسجد کو

ویران کرنا جائز ہے یا نہیں. شخص مذکور آیت کریمہ و من اظلم ممن

منع مسجد اللہ ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها کے

وعید میں داخل ہوگا یا نہیں ☆

الجواب

پہلی قدیم مسجد کو توڑ کر دوسری مسجد دوسری جگہ بنانے والا بہت بڑے
سخت گناہ کا مرتکب ہوگا و من اظلم ممن منع مساجد اللّٰہ ان یذکر
فیھا اسمہ الایۃ کا مصداق بن گیا ہے اس پر لازم ہے کہ اس گناہ سے
توبہ کرے اور پہلی قدیم مسجد کو بھی از سر نو تعمیر کرادے

حبیب المرسلین عفی عنہ

نائب مفتی مدرسہ امینیہ دہلی

প্রঃ— একটি মছজেদ আবাদ রহিয়াছে, মছজেদের মোতাওয়াল্লী দুনইয়াবি লাভের উদ্দেশ্যে সেই মছজেদটি ভাঙ্গিয়া একশত কদম কিম্বা এক সহস্র কদম দূরে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করিল, এইরূপ মছজেদ বিরান করা জায়েজ হইবে কি না?

যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মছজেদ সমূহে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করিয়াছে এবং তৎসমস্ত বিরাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহা অপেক্ষা বড় অত্যাচারি আরকে আছে"?

উক্ত আয়াতের ভীত্তিতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি দাখিল হইবে কি না?

উঃ— প্রথম পুরাতন মছজেদকে, ভাঙ্গিয়া অন্যস্থলে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুতকারি অতি কঠিন গোনহ্ কার্যে লিপ্ত হইল এবং কোরআন শরিফের উল্লিখিত আয়াতের লক্ষ্যস্থল হইল। তাহার পক্ষে ওয়াজেব এই যে, সে যেন এই গোনাহ্ হইতে তওবা করে এবং প্রথম পুরাতন মছজেদকে নুতন ভাবে প্রস্তুত করে।

হবিবোল-মোরছালিন

সহকারী মুফতি মাদ্রাছা আমিনিয়া, দিল্লী

ছাহারাণপুরের মুফতির ফৎওয়া শুনুন ;—

الجواب

جو مسجد کہ شرعا مسجد بن چکی ہے اسکو بلا ضرورت شدیدہ منہدم کرنا نہیں..
اور ضرورت شدیدہ مثلا تنگی و کہنگی وغیرہ کی وجہ سے توڑ کر از سر نو تعمیر کرنا
جائز ہے... لیکن ویران کرنا کسی حالت مین جائز نہیں لقوله تعالی
و من اظلم ممن منع مسا جد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی
فی خرا بها الخ ... قال البیضاوی تحت قوله مسا جد الله
علم لکل من خرب مسجدا او سعی فی تعطیل ماکان موشح
للصلوه الی ان قال تحت قوله تعالی فی خرابها بالهد و
التعطیل☆

حررہ العبد محمود گنگوہی عفا اللہ عنہ
معین المفتی مدرسہ مظاہر علوم، سہارنپور☆

"যে মাছজেদটি শরিয়ত অনুযায়ী মছজেদ রূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে, উহা কঠিন জরুরত ব্যতীত ভাঙ্গিয়া ফেলা জায়েজ নহে, কঠিন জরুরত যথা—স্থান সঙ্কুলান না হওয়া, পুরাতন হইয়া যাওয়া ইত্যাদি কারণে ভাঙ্গিয়া নুতন করিয়া প্রস্তুত করা জায়েজ হইবে; কিন্তু কোন অবস্থাতে বিরাণ করা জায়েজ নহে, কেননা আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন,—"যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার মছজেদে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে বাধা দিয়াছে এবং উহা বিরাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বড় জালেম আর কে আছে? বায়জাবি প্রণেতা مساجد الله এর তফছিরে বলিয়াছেন, যে কেহ কোন মছজেদ বিরান করিয়াছে এবং নামাজের উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত কোন স্থানকে বেকার অবস্থায় ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে

এই হুকুম ব্যাপক হইবে। আরও তিনি فی خرابها এর তফছিরে বলিয়াছেন, বিরাণ করার দুই অর্থ—ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং বেকার অবস্থায় ত্যাগ করা"।

মাহমুদ হাঙ্গুহী.

সহঃ মুফতি মাদ্রাছা মাজারোল উলুম,

ছাহারাণপুর।

দেওবন্দ ও কলিকাতা মাদ্রাছার মুফতিদয়ের ফৎওয়া ;

کسی مسجد کو ویران کرنا بلاشبہ و من اظلم ممن منع مسجد اللّٰه ان یذکر فیها اسمه الا یه کے اندر داخل وحرام ہے۔ جوجگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی وہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہے اس کا حفاظت مسلمانون پر واجب ہے☆

کتبہ الاحقر محمد شفیع غفرلہ ☆ خادم دارالافتاء دار العلوم دیوبند☆

الجواب صحیح ☆

[شمس العلماء] [محمد یحییٰ عفی عنہ ☆

[ہیڈ مولوی مدرسہ عالیہ☆ کلکتہ]

"কোন মছজেদ বিরাণ করা বিনা সন্দেহে ومن اظلم الخ উক্ত আয়াতের অন্তর্ভূক্ত এবং হারাম কার্য্য। যে স্থানে একবার মছজেদ প্রস্তুত হইয়াছে, উহা চিরকালের জন্য মছজেদ থাকিবে, উহা রক্ষণাবেক্ষণ করা মুছলমানদিগের উপর ওয়াজেব।

লেখক—

মোহাম্মদ শফি
খাদেম দারোল-এফতা
দারোল-উলুম, দেওবন্দ

জওয়াব ছহিহ
মোহঃ এহইয়া
(শামছোল-ওলামা,
হেড মৌলবী) কলিকাতা মাদ্রাছা।

১৩শ মছলা

কোরআন শরিফের ছুরা তওবার ১৩ রুকুর আয়তে যে চারি প্রকার মছজেদ

নাজায়েজ হইয়াছে, তন্মধ্যে মছজেদে জেরার এক প্রকার, মছজেদে জেরারের অর্থ কি?

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا الخ ☆

"আর যাহারা ক্ষতি সাধন উদ্দেশ্যে মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছে, — উহাতে কখনও নামাজ পড়িও না"।

ضرارا ومضارة শব্দের অর্থ ছোরাহ নামক অভিধানের ১৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, گزند رسانیدن অনিষ্ট ও ক্ষতিসাধন করা। এক্ষণে, ইহাই বিবেচ্য বিষয় যে, কিসের ক্ষতি সাধন করা হইবে।

তফছিরে-কবির ৪/৫১৭পৃষ্ঠা ;—

قال الواحدى قال ابن عباس و مجاهد و قتاده وعامة اهل التفسير رض الله عنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كانوا اثنى عشر رجلاً من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا

ওয়াহেদী বলিয়াছেন এবনো-আব্বাছ মোজাহেদ, কাতাদা ও অধিকাংশ তফছির কারক (রঃ) বলিয়াছেন, যাহারা একটি মছজেদের অনিষ্ট সাধন করার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে, তাহারা ১২ জন মোনাফেক ছিল, তাহারা একটি মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল, উদ্দেশ্য এই যে, তদ্বারা মছজেদে 'কো'বার অনিষ্ট সাধন করে"।

তফছিরে-এবনো-জরির, ১১/১৬ পৃষ্ঠা;—

فتاويل الكلام و الذين ابتنوا مسجدا ضرارا لمسجد رسول الله صلعم☆

আয়াতের অর্থ— "আর যাহারা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর মছজেদে অনিষ্ট সাধন করা উদ্দেশ্যে মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল"।

তফছিরে-নায়ছাপুরি, ১১/১৮ পৃষ্ঠা,—

قال ابن عباس و مجاهد و قتاده و عامة اهل التفسير كانوا اثنى عشر رجلا بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا ☆

"এবনো-আব্বাছ, মোজাহেদ, কাতাদা ও অধিকাংশ তফছির কারক বলিয়াছেন, তাহারা ১২ জন লোক ছিল—এই উদ্দেশ্যে একটি মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল, যদ্দারা তাহারা 'কোবা'র অনিষ্ট সাধন করে"।

তফছিরে-মায়ালেম ও খাজেম ৩/২২৭ পৃষ্ঠা,—

نزلت هذه الاية فى جماعة من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به مسجد قبا ☆

এই আয়ত একদল মোনাফেকের জন্য নাজেল হইয়া ছিল, তাহারা একটি মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল যেন তদ্দারা মছজেদে 'কোবা'র অনিষ্ট সাধন করিতে পারে।

তফছিরে-হাক্কানি,৪/২১৮ পৃষ্ঠা ,—

و الذين اتخذوا مسجدا ضرارا الخ کہ اسلام اور مسجد تقوی کو ضرر پہونچانے کے لئے........ایک مسجد جدید بنائی تھی

"তাহারা ইছলাম ও মছজেদে-তাক্ওয়ার ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একটি নূতন মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল"।

খোলাছতোত্তাফাছির, ২/২৮৭ পৃষ্ঠা ,—

ضرار سے ضرر مسجد قبا مراد ہے کہ اسکی جماعت ٹوٹے ضرر مسلمین و اسلام مراد ہے ☆

"জেরারের অর্থ মছজেদে 'কোবা'র ক্ষতি, যেন উহার জামায়াত ভাঙ্গিয়া যায় কিম্বা ইমানদারগণের ও ইসলামের ক্ষতি"।

তফছিরে-মোজহারি' ছুরা তওবা, ৮২ পৃষ্ঠা ;—

قال ابن اسحق و كان الذين بنوه اثنى عشر رجلاً

بنوا هذا المسجد يضارون به مسجد قبا ☆

এবনো-ইছহাক বলিয়াছেন, আর যাহারা উক্ত মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহারা বার জন লোক ছিল, তাহারা এই মছজেদটি এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করিয়াছিল যে তদ্দারা তাহারা মছজেদে 'কোবা'র ক্ষতি সাধন করে।

কাজী আবুবকর এবনো-আরাবি ওন্দোলছি 'আহকামোল-কোরআনে'র ১/৪১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قال المفسرون ضرارا بالمسجد☆

তফছির কারকগণ বলিয়াছেন, (উহার অর্থ) মছজেদের অনিষ্ট করা উদ্দেশ্যে উহা প্রস্তুত করিয়াছিল।

এমাম ওয়াহেদী তফছিরে আজিজে'র ১/৩৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

كانوا اثنى عشر رجلاً من المنافقين بنوا

مسجدا يضارون به مسجد قبا و هو قوله ضرارا ☆

আর ১২ জন মোনাফেক এই উদ্দেশ্যে একটি মছজেদ প্রস্তুত করিয়াছিল যে তদ্দারা তাহারা মছজেদে 'কোবা'র ক্ষতি সাধান করে, ইহাই 'জোরারান' ضرارا শব্দের অর্থ।

তাজোত্তাফাছির, ১৮২ পৃষ্ঠা,—

(ضرارا) مضارة لمسجد قبا☆

'মছজেদে 'কোবা'র অনিষ্ট সাধনের জন্য (উহা প্রস্তুত করিয়া ছিল)।

তফছিরে-রুহোল-মায়ানি, ৩/৩৬০ পৃষ্ঠা ছেরাজোল-মনির ১/৬৫০ পৃষ্ঠা.

মায়ালেম ও খাজেন, ৩/১২১ পৃষ্ঠা;—

و عن عطاء لما فتح الله تعالى الامصار على يد عمر
رض امر المسلمين ان يبنوا مساجد و ان لا يتخذ وا
فى مدينة مسجدين يضار احدهما صاحبه ☆

অতা হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, যে সময় আল্লাহতায়ালা শহর গুলিকে হজরত ওমারের অধিকারভুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি মুছলমানদিগের উপর হুকুম করিয়াছিলেন যে, যেন তাহারা মছজেদ সকল প্রস্তুত করেন এবং কোন শহরে এরূপ দুইটি মছজেদ প্রস্তুত না করেন যে তন্মধ্যে একটি অন্যটির ক্ষতি সাধন করে।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, অধিকাংশে তফছির কারকের বিশেষতঃ হজরত এবনো আব্বাছের মতে যে মছজেদ প্রস্তুত করিলে, অন্য মছজেদের জামায়াতের ক্ষতি হয়, উহাই কোরআন উল্লিখিত মছজেদে জেরার।

হজরত ওমার (রাঃ) মছজেদে জেরারের ঐরূপ অর্থ স্থির করিয়া বলিয়াছেন, এক শহরে যেন ঐইরূপ দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত না করা হয়, যাহাতে প্রথম মছজেদের ক্ষতি হয়।

তফছিরে-দর্রো-মনছুর, ৩/২৭৭ পৃষ্ঠা;—

قال فان اهل قباء كانوا يصلون فى مسجد قبا كلهم
فلما بنى ذلك اقصر عن مسجد قبا من كان يحضره
و صلوا فيه☆

ছোদী বলিয়াছেন, কোবা অধিবাসীগণ সকলেই কোবার মছজেদে নামাজ পড়িতেন, তৎপরে যখন উক্ত নূতন মছজেদ নির্ম্মিত হইল, তখন যাহারা প্রথম মছজেদে উপস্থিত হইত, তাহারা উক্ত মছজেদ ত্যাগ করতঃ নূতন মছজেদে নামাজ পড়িতে লাগিল।

ইহাতে বুঝা গেল যে, মছজেদের জামায়াত কম হইলে, উহার ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে।

আর জামায়াতের ক্ষতি হইলে, মুছলমানদিগের শক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়ে এবং ইছলামের অবনতি ঘটে, ইহা উহার লাজেমি অর্থ। এই হেতু কতক তফছিরে এই লাজেমি অর্থের হিসাবে লিখিত হইয়াছে যে, মুছলমানদিগের কিম্বা ইছলামের ক্ষতি সাধন উদ্দেশ্যে যে মছজেদ প্রস্তুত করা হয় উহা জেরার। মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্নবী সাহেবের মজমুয়া ফাতাওয়ায় আছে।

اگر از بنای مسجد جدید تخریب مسجد قدیم باشد
هر آینه بنایش منهی عنه باشد ☆

যদি নূতন মছজেদ প্রস্তুত করাতে পুরাতন মছজেদ বিরাণ হইয়া পড়ে, তবে নিশ্চয় উহা প্রস্তুত নিষিদ্ধ হইবে।

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবী সাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ার তাতেম্মায়-জেলদে-ছানির ১৩০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

اور دوسری مسجد قریب ہو تو اور مسجد بنانا جائز نہیں اس لئے کہ اس
سے پہلی مسجد کی ضراریت لازم آتی ہے

"যদি দ্বিতীয় মছজেদ নিকটে থাকে, তবে অন্য মছজেদ বানান জায়েজ নহে, যেহেতু ইহাতে প্রথম মছজেদ নষ্ট হওয়া অনিবার্য্য"।

একটি মছজেদ বিরাণ করতঃ অন্য মছজেদ প্রস্তুত করিলে, উহা স্পষ্টই মছজেদে জেরার হইবে, ইহাতে তিল বিন্দু সন্দেহ থাকিল না। তফছির কারকগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে যে, কোন মছজেদের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় মছজেদ প্রস্তুত করা হইয়াছিল, অধিকাংশ বিদ্বান বলেন, উহা মছজেদে কোবা। আর কেহ কেহ বলিয়াছেন, উহা মছজেদে নাবাবি।

একটি হাদিছে শেষ মতটি উল্লিখিত হইয়াছে। হাদিছের ইহাই অর্থ হইবে যে, উহা কেবল মছজেদে কোবার জন্য বিশিষ্ট আদেশ নহে, মছজেদে নাবাবী ও প্রত্যেক মছজেদের জন্য উহার হুকুম ব্যাপক হইবে।

যাহারা বলেন, দুনইয়াতে মছজেদে জেরার নাই তাহাদের দাবির অসারতা উক্ত দলীল প্রমাণাদি হইতে সপ্রমাণ হইল। আর যাহারা বলেন, মছজেদে জেরারে নামাজ নিষিদ্ধ হওয়া দুর্ব্বল মত, তাহাদের দাবি যে একেবারে বাতীল তাহাও বুঝা

গেল, আল্লাহ বলিতেছেন, لا تقم ابدا "তুমি উহাতে কখনও নামাজ পড়িও না"।

আরও আল্লাহ বলিতেছেন ;—

لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه افمن اسس بنيانه على تقوى من الله و رضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم و الله لا يهدى القوم الظلمين☆

প্রথম দিবসে যে মছজেদের ভিত্তি পরহেজগারির উপর স্থাপিত হইয়াছে, তোমার উহাতে নামাজ পড়া উচিত। যে ব্যক্তি উহার ভিত্তি আল্লাহতায়ালার ভয় ও সন্তোষ লাভের উপর স্থাপন করিয়াছে সেই ব্যক্তি উত্তম, না যে ব্যক্তি পতনোন্মুখ নদী ভগ্ন উপকূল ভূমির উপর উহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, সেই ব্যক্তি ভাল? সে উহা সমেত দোজখের অগ্নিতে পতিত হইয়াছে। আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে হেদাএত করেন না'। ইহাতে বুঝা গেল, মছজেদে জেরারে নামাজ পড়িলে, দোজখবাসী হইতে হইবে।

পাঠক, আপনারা খোদার হুকুম মানিবেন, না কল্পনার বশীভূত লোকদের বাত্রিল ফৎওয়া মানিবে?

১৪শ মছলা

প্রঃ— দাড়ী রাখার মছলা কি?

উঃ— ছুরা নেছার ১৮ রুকুতে আছে ;—

ولامرنهم فليغيرن خلق الله ☆

(শয়তান বলিয়াছিল), "আর আমি নিশ্চয় উক্ত মনুষ্যদিগকে আদেশ করিব,

ইহাতে নিশ্চয় তাহারা আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির পরিবর্তন করিয়া ফেলিবে"।

মাওলানা থানবী ছাহেব বায়ানোল-কোরআনের ২/১৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

اور بھی تعلیم دونگا جس سے وہ اللہ تعالی کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کرینگے [اور یہ اعمال فسقیہ سے ہے جیسے ڈاڑھی منڈانا بدن گودنا وغیرہ ☆

(শয়তানের উক্তি,—আরও আমি শিক্ষা প্রদান করিব, যদ্দারা তাহারা আল্লাহতায়ালার সৃজিত আকৃতি পরিবর্তন করিবে, ইহা ফাছেকি মুলক কার্য্য, যেরূপ দাড়ী মুণ্ডন করা শরীরে গোদানি দেওয়া ইত্যাদি"।

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, ☆ واحفوا الشوارب واعفوا اللحى "

তোমরা গোঁফ ছোট কর এবং দাড়ী লম্বা কর"।

এই হাদিছটি বহু সংখ্যক ছনদে উল্লিখিত হইয়াছে। উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছটি হইতে দাড়ী রাখা ফরজ সাব্যস্ত হইল।

মোরেকাল-মোখতার, ১/৮৯ পৃষ্ঠা,—

واما الاخذ منها وهي دون ذالك كما يفعله بعض المغاربة و مخنثة الرجال فلم يبهها احد كلها فعل اليهود و مجوس الاعاجم ☆

দাড়ী ছাটিয়া এক মুষ্টির কম করা যেরূপ কতক মগারেববাসী ও হিজড়া ব্যক্তি করিয়া থাকে, ইহা কোন বিদ্বানের মতে হালাল নহে। আর সম্পূর্ণ দাড়ী মুণ্ডন করা য়িহুদী ও আজমী অগ্নি উপাসকগণের কার্য্য।

তাহতাবি, ৩/৪৬০ পৃষ্ঠা,—

والتشبه بهم حرام ☆

"য়িহুদী ও অগ্নি উপাসকদিগের ভাবাপন্ন হওয়া হারাম"।

দোর্রোল-মোখতার, ৪/৫৮ পৃষ্ঠা;—

☆ ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته

এই হেতু পুরুষের পক্ষে নিজের দাড়ী কাটা হারাম করা হইয়াছে।

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ী রাখা ফরজ, কেননা ফরজ ত্যাগ করিলে, হারাম হইয়া থাকে।

দাড়ী এক কব্জার অধিক লম্বা হইলে, মোলতাকার রেওয়াএতে উহা না কাটা উত্তম বলিয়া বুঝা যায়। মুহিতে ছারাখছির রেওয়াএতে উহা কাটার অনুমতি বুঝা যায়। এমাম আজমের রেওয়ায়েত বলিয়া তিনি নিজের গৃহীত মত স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।

মাজাহেরে হক, ৩/৫০৭ পৃষ্ঠা;—

"দাড়ী লম্বা করা সম্বন্ধে বিদ্বানগণ মতভেদ করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন, এক কব্জার নীচের দাড়ী কাটাতে দোষ নাই। হাছান কাতাদা ও অন্যান্য বিদ্বানগণ উহা মকরুহ স্থির করিয়াছেন, কেননা হজরত (ছাঃ) দাড়ী লম্বা করিতে আদেশ করিয়াছেন।

তেরমিজির হাশিয়া ১০০ পৃষ্ঠা,—

এবনো-হোমাম বলিয়াছেন, এক মুষ্টির কম দাড়ী কাটা যেরূপ কতক মগারেবি ও হিজড়া পুরুষ করিয়া থাকে, কোন বিদ্বান্ উহা হালাল বলেন নাই।

শেখ লাময়াত কেতাবে বলিয়াছেন, ফকিহগণের কথার স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে, এক মুষ্টির কম দাড়ী কাটা হারাম। তাহতাবি নহরোল-ফায়েক ও সারাম্বালালিয়া হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, নেহায়ার কথার মর্ম্ম এই যে, এক মুষ্টির অধিক যাহা হয়, উহা কাটা ভাল। শেখ মোহাদ্দেছ মাওলানা মোহম্মদ এছহাক ছাহেব বলিয়াছেন, আমার মতে এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ী কাটা জায়েজ, কিন্তু না কাটা ভাল। কতক রেওয়াএত ইহার সমর্থন করে। মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন, এবনোল-মালেক বলিয়াছেন, উহার কোন অংশ না কাটা মনোনীত মত।

১৫শ মছলা

প্রঃ— মোহাম্মদী পঞ্জিকাতে যে মনহুছ দিবস গুলির কথা লিখিত আছে, উহা মানিতে হইবে কি না? উক্ত পঞ্জিকাতে হাদিছের বরাত দিয়া লেখা আছে, সেই দিবসগুলিতে বিবাহ শাদী ইত্যাদি সংকার্য্য করা নিষেধ আছে। সকল চাঁদে বিবাহ

দিতে নাই, আমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে বিবাহ দিতে নাই, ইহা কিরূপ?

উঃ— খোদার দিন সমস্তই ভাল, কোন দিবস মনহুছ নহে, পঞ্জিকার কথা বাতীল, হাদিছে এমন কোন কথা নাই, সমস্ত মাসে সমস্ত দিনে বিবাহ শাদী জায়েজ।

১৬শ মছলা

প্রঃ— হিন্দু বেশ্যা মুছলমান হইলে, তাহার বেশ্যা বৃত্তির মাল ভক্ষণ করা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ— মাওলানা থানাবী এমদাদোল-ফাতাওয়ার ২/১৬৪/১৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন:—

প্রঃ— একটি বেশ্যার পুত্র মুছলমান হইয়া চাকুরি ও ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল, যে সেই সুদ, শারাব ও বেশ্যা বৃত্তির টাকা হইতে ঘর বাড়ী ও জায়েদাদ সঞ্চয় করিয়াছিল, তৎসমস্ত মছজেদ, কুপ্তা মাদ্রাছা আলেমদিগের খেদমত ও হজ্জ কার্য্যে ব্যয় করিতে পারে কি না? নবি (ছাঃ) এর জামানায় তাহার তুল্য লোকেরা মুছলামান হইত, তাহাদের অর্থ হজরত (ছাঃ) কি করিতেন?

উঃ— দোর্রোল-মোখতারের রেওয়াএতে ও রদ্দোল-মোহতারের কারণ উল্লেখে এই সম্বন্ধে ব্যাপক নিয়ম বুঝা যাইতেছে যে, কাফেরেরা যে কার্য্যকে নিজেদের মোয়াফেক (অনুমোদিত) বুঝিয়া থাকে, তাহারা উক্ত কার্য্য দ্বারা অর্জ্জিত টাকা কড়ির স্বত্বাধিকারী হইবে। আর যে কার্য্যে তাহাদের ধর্ম্মের বিপরীত হয়, উক্ত কার্য্যে সঞ্চিত টাকা কড়ির স্বত্বাধিকারী হইবে না। আর ইহা স্বতঃ সিদ্ধ যে, জেনা (ব্যাভিচার) ও সুদকে সকলে মন্দ জানিয়া থাকে, এই হেতু বেশ্যাবৃত্তি ও সুদের উপার্জ্জিত অর্থ প্রত্যেক অবস্থাতে হারাম। দোর্রোল-মোখতারের দ্বিতীয় রেওয়াএতে বুঝা যায় যে, এইরূপ অপবিত্র অর্থগুলি নিজেদের দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে মরণাপন্ন দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিবে, ছওয়াব লাভের নিয়তে ছওয়াবের কার্য্যে উহা ব্যয় করিবে না।

ছহিহ বোখারির ☆الشروط فى الجهاد এর অধ্যায় ঘটনাতে উল্লিখিত হইয়াছে;—

وكان المغيرة صحبت قوم فى الجاهلية فقتلهم و

اخذ اموالهم ثم جاء فاسلم فقل النبى صلعم اما

الاسلام فاقبل و اما المال فلست منه فی شی ☆

"মগিরা জাহিলিএতের জামানাতে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গলাভ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি মুছলমান হইয়া গেলেন। ইহাতে নবি (ছাঃ) বলিলেন, তোমাকে মুছলমান করিয়া লইলাম বটে, কিন্তু তুমি (উক্ত) অর্থ সম্পদের স্বত্বাধিকারী হইতে পার না"।

ছহিহ বোখারির উক্ত হাদিছে বুঝা যায় যে, নবি (ছাঃ) নব ইছলামধারিদের জন্য উক্ত হারাম অর্থ হালাল স্থির করেন নাই।

আরও কোরআন শরিফের ☆ وذروا ما بقي من الربوا

"আর তোমরা সুদের যাহা বাকি আছে তাহা ত্যাগ কর"। এই সুদ সংক্রান্ত আয়তে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, কেননা এই আয়তের লক্ষ্য স্থল নব-ইছলামধারিগণ ছিলেন, তাহাদের সুদের কারবার ইছলামের পূর্ব্বে জাহেলিয়াতের জামানাতে ছিল, ইহা সত্ত্বেও আল্লাহ (ইছলামের পরে) উক্ত বকেয়া সুদের মাল হারাম করিয়া দিয়াছেন।

কেহ কেহ ☆ الاسلام يهدم ما قبله এই হাদিছ হইতে উহা হালাল প্রমাণ করিতে চাহেন, কিন্তু ইহা গোনাহ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, হারাম মাল সম্বন্ধে কথিত হয় নাই, নচেৎ হারাম স্ত্রীলোকদিগকে ইছলাম গ্রহণের পরে পৃথক করিয়া দেওয়া হইত না, অথচ অনেক হাদিছে এইরূপ পৃথক করিয়া দেওয়ার প্রমাণ আছে।

আরও উক্ত ফাতওয়া, ৩/১২৯/১৩০ পৃষ্ঠা;—

প্রঃ— বেশ্যাবৃত্তি হইতে তওবা করিয়া নিজের অর্থকে খোদার পথে ব্যয় করিতে ইচ্ছা করে, ইহার উপায় কি? যদি উক্ত অর্থ খোদার পথে ব্যয় করা নাজায়েজ হয়, তবে কি করিতে হইবে? উহা জ্বালাইয়া ফেলিতে হইবে, কিম্বা ডুবাইয়া দিতে হইবে, উহা হালাল করার কোন শরিয়ত সঙ্গত হিলা আছে কি না। কেহ কেহ উহা নিজের হালাল মালের সহিত মিশ্রিত করিয়া জমি খরিদ করিয়া থাকে, এই হিলা কি রূপ?

উঃ— উক্ত অর্থ হারাম থাকিয়াই যাইবে, অনাহার ক্লিষ্ট লোক দিগকে তাহাদের অভাব নিবারণ কল্পে বিতরণ করিবে। ছওয়াব লাভ উদ্দেশ্যে উহা বিতরণ করিবে না। যাহার নিকট হইতে তাহারা উক্ত অর্থ লইয়াছে, যদি উহা নির্দিষ্টভাবে বুঝা যায়,

তবে তাহাকেই উহা ফেরত দেওয়া উচিত। হারামকে হালালে পরিণত করিতে কোন হিলা কার্য্যকরী হইবে না। যদি উহা অন্যান্য টাকা কড়ির সহিত মিশ্রিত করা হয়, তবে উহার মধ্যেও হোরমত ও নাপাকি প্রবেশ করিবে। এইরূপ যে বস্তু তদ্দারা ক্রয় করা হয়, তাহার মধ্যে নাপাকি প্রবেশ করিবে।

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণবি সাহেব মজমুয়া ফাতাওয়ার তৃতীয় খণ্ডের ৩৮/৩৯ পৃষ্ঠায় চলপি ও জাখিরীতোল-ওকবার এবারত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, এমাম আজমের মতে বেশ্যাবৃত্তির পয়সা হালাল। তাহার বেতন ও হালাল হইল।

এইরূপ শামী কেতাবের পঞ্চম খণ্ডে ৩৮ পৃষ্ঠায় গোরারোঁল-আফকার ও মুহিত কেতাব ইহতে উক্ত এবারত উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তদুত্তরে আমরা বলি, এস্থলে মাওলানা সাহেবের ফৎওয়া কিনা, ইহাতে সন্দেহ আছে, যদি তাহার ফৎওয়া বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে ইহাতে বুঝিবার ভ্রম হইয়াছে। এই ভ্রম ধরিতে ইজারার অর্থ বুঝিতে হইবে, ইজারা তিন প্রকার, ইজারা ছহিহ, ইজারা ফাছেদ ও ইজারা বাতীল। ইজারার মুল বস্তু জায়েজ হইলে এবং উহাতে কোন নাজায়েজ শর্ত্ত না থাকিলে উহাকে ইজারা ছহিহ বলা হয়, যেরূপ— কোন পাচিকাকে ধার্য্য বেতনে রন্ধন কার্য্যের জন্য চাকর স্থির করা হইল, আর উহার সঙ্গে কোন নাজায়েজ শর্ত্ত স্থির করা হইল না, এই কার্য্যটি ইজারা ছহিহ হইল।

আর কোন স্ত্রীলোককে জেনা কার্য্যের জন্য ৫ বেতন স্থির করা হইল, ইহাতে ইজারার মুল বস্তু হারাম হওয়ায় ইজারা বাতীল সাব্যস্ত হইল।

আর কোন পাচিকাকে রন্ধন কার্য্যের জন্য ৫ বেতনে নিয়োজিত করা হয়, কিন্তু ইহার সঙ্গে জেনা করা, এই নাজায়েজ শর্ত্ত থাকিল। এমাম আজম বলেন, রন্ধন কার্য্যের জন্য আজরে-মেছেল হালাল হইবে, কিন্তু নাজায়েজ শর্ত্তটি বাতীল করিয়া দিতে হইবে।

আর তাঁহার শিষ্যদ্বয় বলেন, নাজায়েজ জেনা শর্ত্ত করার জন্য রন্ধন কার্য্যের ৫ টাকা বেতনও হারাম হইবে।

হাশিয়ায়-চালপি, মুহিত ইত্যাদির এবারতে উহাকে ইজারায় ফাছেদের উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, আর ইহাতে মুল বস্তু জায়েজ হয় ও শর্ত্ত নাজায়েজ হইয়া থাকে। কাজেই এমাম আজমের মতে বেশ্যাবৃত্তির অর্থ হালাল হওয়ার দাবি বাতীল হইয়া গেল। মাওলানা আশরাফ আলী থানাবী ছাহেব এমদাদোল ফাতাওয়ার ৩/৫০/৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

এস্থলে উক্ত কার্য্যের হেতু ইজারা ফাছেদ স্থির করা হইয়াছে, আর যাহা মুল বিষয় বস্তুর হিসাবে জায়েজ এবং শর্ত্তের হিসাবে নাজায়েজ; উহাকে ইজারা ফাছেদ বলা হয়। আর ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, ব্যভিচার কার্য্য হারাম, উহার জন্য চাকর রাখিলে উহার মুল বিষয় বস্তু নাজায়েজ হইত। ইহাই আকাট্য প্রমাণ যে, ইহা উক্ত ঘটনার জন্য উল্লিখিত হইয়াছে যে, রুটি প্রস্তুত, রন্ধন কার্য্য ইত্যাদি হালাল কার্য্যের জন্য চাকর স্থির করা হইয়াছে, কিন্তু উহার সঙ্গে এই শর্ত্ত স্থির করা হইয়াছে যে, তাহার সহিত জেনা করা হইবে। এই অবস্থাতে রন্ধন ইত্যাদি হালাল কার্য্যের বেতন এমাম আজমের মতে হালাল হইবে, কিন্তু তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতে নাজায়েজ শর্ত্তের জন্য নাজায়েজ হইবে। আর যদি হালাল কার্য্যের জন্য ইজারা স্থির করা না হইত, কেবল জেনাই হইত, তবে যে পয়সা লওয়া হইত, উহা নিশ্চয় হারাম হইবে। এমাম আজমের ধারণা অতি উচ্চ, কোন মুছলমান জেনা কার্য্যের বেতনকে ইজারা ফাছেদ বলিয়া হালাল পাক বলিতেই পারে না।

১৭শ মছলা

প্রঃ— একটি অছিএতনামা-হজরত নবি (ছাঃ) এর পক্ষ হইতে প্রচারিত হইতেছে, রওজাশরিফের খাদেম শেখ আবদুল্লাহকে হজরত (ছাঃ) নাকি স্বপ্নযোগে অছিএত করিয়াছেন। ইহা বিশ্বাস কি না?

উঃ— মাওলানা থানাবী সাহেব এমদাদোল- ফাতাওয়ার ৩০/১৪২/১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

এইরূপ অছিএতনামা অনেকবার প্রচারিত হইতেছে, সর্ব্বদা একই নাম ও উপাধিকর্ত্তৃক প্রচারিত হইতেছে, প্রথমতঃ ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, একব্যক্তি এত লম্বা আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহাও বিস্ময়কর ব্যাপার যে, একব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন খাদেমের কিম্বা অন্য দেশের বুজর্গ ও অলিদিগের পক্ষে হজরত (ছাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করার ও কথা বলার গৌরব লাভ হইল না। তৃতীয়, যদি এইরূপ ব্যপার সংঘটিত হইত, তবে মদিনা শরিফে উহার অধিক প্রচার হইত, অথচ তথাকার যাতয়াতকারিদের দ্বারা কিম্বা চিঠিপত্র দ্বারা এরূপ ব্যাপারগুলির নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। আরও এক কথা, নিয়ম কানুন অনুসারে এইরূপ দলীলহীন কোন কথা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না, নতুবা যাহার মনে যাহাই আসুক, সে উহা প্রচার করিতে পারে। শরিয়তের হুকুম এই যে, যে কোন কথা হউক খুব তদন্তের পরে উহা বিশ্বাসযোগ্য বুঝিতে হইবে। অধিকন্তু ইহাতে এরূপ কতক মর্ম্ম আছে যাহা শরিয়ত ও জ্ঞানের বিপরীত, যথা ১৭ লক্ষ কলেমা পাঠকারী মরিয়াছে, তন্মধ্যে কেবল ১৭

জন মুছলমান, প্রথম কথা এই যে, খোদার রহমত তাঁহার গজবের চেয়ে প্রবল, দ্বিতীয় আমরা নিজেরা দেখিতে পাই যে, অনেক মুছলমান তওবা করতঃ কলেমা পড়িতে পড়িতে মরিয়া থাকেন, ইহা খাতেমা বিল-খায়েরের লক্ষণ, কাজেই উক্ত মর্ম্ম কিরূপে সম্ভব হইবে। আরও উহাতে লেখা আছে, নামজ ত্যাগকারী জানাজা পড়িবে না ইহা স্পষ্টই হাদিছের বিপরীত, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন—" তোমরা প্রত্যেক নেক্কারের ও বদকারের জানাজা পড়।"...."ইহা এই অছিএত নামার ভ্রান্তি হওয়ার চিহ্ন।...... এই অছিএত নামা কাহারও ঘরগড়াকথা। মোহাদ্দেছগণ ইহা অপেক্ষা লঘুতর লক্ষণ দ্বারা হাদিছকে জাল বলিয়াছেন। জাল কথাকে প্রচার ও রেওয়াএত করা হাদিছ ও এজমা মতে হারাম, বরং কতক মোহাদ্দেছের নিকট উহা কোফর। কখনও এই অছিএত নামার সমস্ত মর্ম্মকে ছহি জাবিবে না। অবশ্য কোরআন হাদিছ ও দ্বীনের কেতাব সমূহে লিখিত কথাগুলির অনুসারে সৎপথে চলিবে এবং অসৎ পথ হইতে বিরত থাকিবে। মিথ্যা কথাকে নবি (ছাঃ) এর কথা বলিয়া প্রকাশ করা মস্ত বড় গোনাহ এই হেতু এইরূপ কথার প্রচারক গোনাহগার হইবে।

মছলা,—

প্রঃ— মেছমেরিজম এক বিদ্যা, উহাতে অনিমিষনেত্রে একদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকার অভ্যাস কিছু দিবস করিতে হয়, উহা দ্বারা অহদাতোল অজুদ,কাশফোল কবুর (গোরের অবস্থা অবগত হওয়া) এবং পীড়া উপশম করা ইত্যাদি তাছাওয়াফের পথগুলি কোন জেকর আজকার ব্যতীত অতিক্রম করা হয়, ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি ব্যাপার সংঘটিত হয়, যথা কোন লোককে দৃষ্টিশক্তির বলে বেহোশ করিয়া ফেলা তদ্দারা গোপনীয় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা এবং অদৃশ্য স্থানগুলির অবস্থা বলা, ইত্যাদি যেরূপ হোকামায়-এশরাকিন করিয়া থাকেন, ইহা শিক্ষা করা জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ—

ফাতাওয়ায়-এমদাদিয়া, ২/১৭৯/১৮০ পৃষ্ঠা,—

তাছাওয়াফ অনিমিষনেত্রে একদিকে দৃষ্টিপাত করা নহে, গোরের অবস্থা ও দূর দেশের অবস্থা অবগত হওয়া, পীড়া উপশম করা কিম্বা অন্যান্য ঘটনাকে তাছাওয়াফ বলে না, বরং উহার অর্থ বাহ্য ও অন্তরকে সংশোধন করা, উহার উদ্দেশ্য দেহ ও অন্তরের আমলসকল, উহার আসল মতলব খোদাতায়ালার নৈকট্য ও সন্তোষলাভ

উদ্দেশ্যে সাধিত হইলে, এক ধেয়ানে থাকা— উহার ভূমিকা, অহদাতোল অজুদ ইত্যাদি ঘটনাগুলি উহার গর জরুরি চিহ্ন। গোরের অবস্থা জানা ইত্যাদি কাশফগুলি ও পীড়া উপশম ইত্যাদি তাছার্রোফাত, তাছাওফের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না, কঠোর সাধ্য সাধনাতে এই সমস্ত লাভ হইতে পারে, কাফেরেরাও এই কার্য্যের শরিক হইতে পারে।

মেছমেরিজামে মাত্র তিনটি বিষয় আছে, কতক গুপ্ততত্ত্বের সংবাদ দেওয়া, কিছু অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দেখান এবং উহাতে পারদর্শিতা লাভ করার জন্য একদিকে ধেয়ান করিয়া থাকার অভ্যাস করা। গুপ্ত বিষয়গুলির সংবাদ দেওয়া আমলকারীর ধেয়ান ধারণার অনুরূপ হইয়া থাকে, এই হেতু একটি অদৃশ্য ব্যাপারকে দুইটি আমলকারীর সমক্ষে পৃথক পৃথক ভাবে বর্ণনা করিয়া বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া হয়, তৎপরে কোন ব্যক্তি পৃথক পৃথক সভাতে এই ব্যাপার সম্বন্ধে আমলকারী গণকে জিজ্ঞাসা করে, উভয় আমলকারী নিজ নিজ নিয়ম কানুন প্রতিপালন করার পরে পৃথক পৃথক প্রকার উত্তর দিবেন, যখন ইচ্ছা হয়, ইহা পরীক্ষা করা যাইতে পারে। আর যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, কখন কখন প্রকৃত ব্যাপারের কাশফ হইয়া থাকে, তবে বলি, কাশফের সহিত তাছাওয়াফের কোন সম্বন্ধ না থাকা পুর্ব্বেই জানা গিয়াছে, এইরূপ কোন অবস্থার পরিবর্ত্তন করার সহিত উহার কোন সম্বন্ধ না থাকা প্রতিপন্ন হইয়াছে, এক্ষনে বাকী থাকিল এক ধেয়ানে নিবিষ্ট হওয়া, যদি উহাতে তাছাওয়াফ লাভ হয়, তবে উহা উহার ভূমিকা হইবে, আর যখন মেছমেরিজামে তাছওয়াফ লাভ হয় না, তখন উহা তাছাওয়াফের ভূমিকা হইতে পারে না। এক্ষণে নিশ্চিতভাবে সপ্রমাণ হইল যে, তাছাওয়াফের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। এক্ষণে উহা জায়েজ নাজায়েজ হওয়ার মছলা এই যে, চাক্ষুস প্রমাণে ইহাতে অনেকগুলি ফাছাদ পরিলক্ষিত হয়, এই হেতু মুল বিষয়টি মন্দ না হইলেও আনুষঙ্গিক ফাছাদগুলির জন্য যাহা স্বভাবতঃ অনিবার্য্য হইয়া থাকে قبيح لغيره এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিষিদ্ধ ও হারাম হইবে। উক্ত ফাছাদগুলি এই— নবি ও অলিগণের কামালাতকে এই পর্য্যায় ভুক্ত জানা, যথা এই প্রশ্নের মুল উদ্দেশ্য হইতে এই ধারণা জন্মিয়া থাকে, কিম্বা তাঁহাদের তুল্য হওয়ার দাবী করা, এই কার্য্য ? অনুষ্ঠানকারির মধ্যে গরিমার উৎপত্তি হওয়া এরূপ কতক বিষয়ের অবস্থা জানার চেষ্টা করা যাহার অবস্থা তদন্ত করা। হারাম হইয়াছে, এইরূপ কাশফগুলিকে শরিয়ত সঙ্গত প্রমাণ ও চাক্ষুস প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাস করিয়া লওয়া, অথচ উহা শরিয়ত সঙ্গত নহে, এরূপ কাহারও উপর চুরি করা ইত্যাদির কুধারণাকে দৃঢ় করিয়া লওয়া কতক নজায়েজ স্বার্থের উদ্ধারের জন্য উহা ব্যবহার করা। যদি আমলকারি এই দোষগুলি হইতে পবিত্র থাকিতে

পারে, তবু এই মেছমেরিজামকারি অন্যান্য সাধারণ লোককে ফাছেদে নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং ভ্রান্ত করিয়া থাকে, এই জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম হইবে।

মছলা ;—

প্রঃ— কোন হিন্দু ব্যবসায়ীদের নিকট কোন জিনিষ বিক্রয় করিতে গেলে, কালিবিত্তি বলিয়া একপয়সা তাহারা মুছলমানদিগের নিকট হইতে লইয়া থাকে, ইহা দেওয়া জায়েজ কি না?

উঃ— উহা জায়েজ নহে।

মাওলানা থানাবী সাহেব ফাতাওয়ায় এমদাদিয়ার তাতেম্মায় জেলদে-ছালেছের ১৫২/১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

প্রঃ— এক বাজারে হিন্দু মুছলমানদিগের মধ্যে পুরাতন নিয়ম স্থিরিকৃত হইয়া আছে, হিন্দু মুছলমান গাড়োয়ান বাহির হইতে নিজেদের গুড় আনিয়া হিন্দু মুছলমান চিনির কারখানার ব্যবসায়ীদিগের হস্তে বিক্রয় করিয়া থাকে, তখন নিজেদের সমস্ত মূল্য লইয়া উহা হইতে তথাকার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এক আনা করিয়া মাদ্রাসা, মছজেদের এমাম ও শিবমন্দিরের পূজাকারীর ব্যয় বহনস্বরূপ সন্তুষ্টচিত্ত্বে দিয়া থাকে, মছজেদের এমাম ও মন্দিরের পূজাকারী উহা লইয়া নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। ক্রয়কারী হিন্দু হউক, আর মুছলমান হউক, এই চাঁদাগুলি নিজের নিকট গচ্ছিত রাখে এবং সমস্ত আদায়ী চাঁদা যথাযোগ্যভাবে চাওয়াকালে পূজাকারী ও এমামকে দিয়া থাকে। হিন্দু কারখানার মালিকেরা মুছলমান মাদ্রাসার শিক্ষক ও এমামকে এই চাঁদা দিতে আপত্তি করিয়া থাকে না, আর মুছলমান কারখানার মালিকেরা হিন্দু পূজাকারীকে এই চাঁদা দিতে আপত্তি করিয়া থাকে না, এইরূপ অনেক দিবস হইতে এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে কতক মুছলমান এইরূপ সন্দেহ করিতেছেন, এইরূপ গচ্ছিত চাঁদা হিন্দু ও মুছলমানকে রাখা এবং পূজাকারী মাদ্রাসার শিক্ষক ও মসজেদের এমামকে দেওয়া শরিয়তে জায়েজ হইবে কি না? এবং দ্বীনকার্য্যে এইরূপ সহযোগিতা জায়েজ কি না?

জওয়াব;—

ইহা জায়েজ নহে, সমস্তই মিলিতভাবে এই বন্দবস্তকে এইরূপভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া লইবে যে, হিন্দুরা কেবল হিন্দুদের নিকট হইতে চাঁদা লইবে এবং উহা মছজেদসমূহে ব্যয় করিবে না। পক্ষান্তরে মুছলমানেরা কেবল মুছলমানদিগের নিকট হইতে চাঁদা লইবে এবং উহা মন্দিরের পূজাকারীদিগের জন্য ব্যয় করিবে না। যত দিবস এইরূপ বন্দবস্ত স্থির না হয়, তত দিবস এইরূপ করিবে যে, যদি হিন্দুদিগের

নিকট হইতে চাঁদা লওয়ার সুযোগ হয়, তবে লইবে না, কেন না ইহা ইচ্ছার অধীন। যখন মুছলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে চাঁদা না লয়, তখন তাঁহাদের নিকট হইতে পূজাকারীর চাঁদা চাহিতে পারে না। আর চাহিলেও মুছলমানেরা এইরূপ উত্তর দিতে পারেন যে, যখন আমরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে লইয়া থাকি না, তখন আমরা তোমাদিগকে কেন দিব?

যদি হিন্দুদিগকে সেই এক আনা দেওয়ার সুযোগই ঘাটিয়া পড়ে এবং হিন্দুরা জবরদস্তি করিয়া উক্ত চাঁদা লইতে চেষ্টা করে, তবে পূর্ণ মূল্য আদায় করিয়া লইয়া এক আনা ফেরত দিবে না, বরং ক্রেতাকে এইরূপ বলিবে যে, স্থিরীকৃত মূল্য অপেক্ষা এক আনা কম প্রদান কর এবং নিয়ত করিবে যে, আমি এক আনা তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম। আর মুছলমানদিগের নিকট হইতে এই চাঁদা ঐ সময় গ্রহণ করা জায়েজ হইবে যখন সে সন্তুষ্টচিত্তে দেয়। আর যে ব্যক্তি এই নিয়মের অধীন হইয়া উহা দেয়, তাহার নিকট হইতে উহা লওয়া জায়েজ হইবে না।

ফুটবলের মছলা

মাওলানা থানাবী ছাহেবের ফৎওয়া,—

হাওয়াদেছোল ফৎওয়া, ৫ম ভাগ,—

اس زمانہ کے انگریزی جوان لوگ جو پاؤں سے گیند مارتے ہیں جس کو انگریزی میں فٹ بال کہا ہے آیا جائز ہے یا نہیں ؟

[الجواب]

فی المشکوة صفحة ۳۶۸ عن علی [رض] قال کانت بید رسول الله صلعم قوس عربیة فرآی رجلاً بیده قوس فارسیة قال ما هذه القها و علیکم بهذه و اشباهها الحدیث رواه

ابن ماجه اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طریق ورزش میں بھی
تشبہ باہل باطل ممنوع ہے جبکہ دوسرے طرق ورزش کے
اس محذور سے خالی پائے جاویں اور یہاں دوسرے طرق نافعہ
بھی موجود ہیں لھذا یہ عمل ممنوع ہوگا اور اس میں غالبا جو اہل فسق
اور دین سے آزاد لوگوں سے جو اختلاط ہوتا ہے وہ خود بھی مستقلا
وجہ منع کی ہے

اجابہ و کتبہ اشرف علی تھانوی

প্রঃ— এই জামানাতে ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরা পায়ের দ্বারা বল মারিয়া থাকে যাহাকে ইংরাজী ভাষাতে ফুটবল বলা হইয়া থাকে, ইহা জায়েজ হইবে কি না?

উঃ— মেশকাতের ৩২৮পৃষ্ঠায় আছে, আলি (রাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, রাছুলাই (ছাঃ) এর হস্তে আরবি ধনুক ছিল, তৎপরে তিনি এক ব্যক্তিকে দেখিলেন যে, তাহার হস্তে ফার্সি ধনুক রহিয়াছে, হজরত (ছাঃ) বলিলেন, ইহা কি? উহা নিক্ষেপ কর এবং এই (আরাবি) ধনুক এবং উহার তুল্য গ্রহণ কর, হাদিছ শেষ পর্য্যন্ত, এবনো মাজা ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন। এই হাদিছে বুঝা যায় যে, কছরতের উদ্দেশ্যে ও বাতীল মতাবলম্বিদের সমভাপান্ন হওয়া নিষিদ্ধ, যখন এই দোষ শুন্য অন্যান্য প্রকার ব্যায়াম পাওয়া যাইতে পারে। এই স্থলে অন্যান্য উপকার জনক ব্যায়াম বর্ত্তমান রহিয়াছে, কাজেই এই কার্য্য নিষিদ্ধ হইবে।

আরও অধিকাংশে ক্ষেত্রে ইহাতে যে ফাছেক বেদীন লোকদের সহিত মিলন হইয়া থাকে, ইহাই বিশেষ ভাবে নিষিদ্ধ হওয়ার পৃথক কারন হইতেছে।

আশরাফ আলি থানাবি।

ছাহারাণপুর মাদ্রাছার ফৎওয়া।

الجواب

ورزش کرنا جائز ہے اور جہاد کی نیت سے قوۃ و طاقت بڑھانا شرعا مطلوب اور موجب ثواب ہے لیکن کھیل کے طریق پر ورزش کرنا اور ستر کھولنا یا فساق کے ساتھ بلا ضرورت اختلاط صرف کھیل کی وجہ سے کرنا ناجائز ہے اور ان امور کا ارتکاب اگر ھندوستانی کھیل میں ہو تب بھی یہی حکم ہے اور ایسے کھیل کو اسلامی کھیل قرار دینا جس میں خلاف شرع امور کا ارتکاب لازم آئے غلطی ہے اور یہ انگریزی کھیل ہے اور اس طریق سے کھلنا اسکا ناجائز ہے فقط☆

حررہ سعید احمد غفرلہ ☆ صحیح

دار الافتاء مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور☆ عبداللطیف

ব্যায়াম করা জায়েজ, জেহাদের নিয়তে ক্ষমতা ও শক্তি বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয় এবং ছওয়াবের অবলম্বন, কিন্তু ক্রীড়া জনকভাবে ব্যায়াম করা, গুপ্তাঙ্গ খোলা এবং কেবল ক্রীড়া কৌতুক ভাবে ফাছেকদিগের সহিত বিনা প্রয়োজনে মিলন নাজায়েজ। এই কার্য্যগুলির অনুষ্ঠান হিন্দুস্থানি খেলাতে হইলেও ঐরূপ হুকুম হইবে। যে খেলাতে শরিয়তের কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান হয়, উক্ত খেলাতে ইছলামী খেলা স্থির করা ভ্রান্তিমূলক কথা, ইহা ইংরাজি খেলা এইরূপ খেলা-নাজায়েজ।

ছইদ আহমদ,
দারোল-ইফতায়ে
মাদ্রাছা মাজাহেরে
উলুম ছাহারাণপুর।

জওয়াব ছহিহ
আবদুল লতিফ

দিল্লীর ফৎওয়া,—

فٹ بول کا کھیل کسی حیلے و تاویل سے جائز بغیر کراہیت کے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کھیل لھو ولعب میں سے ہے اور شرعا جولھو ولعب ہے وہ مکروہ ہے مگر شوہر کی ملاعبت بیوی کے ساتھ اور گھوڑ دوڑ اور تیر اندازی یہ تین کرے تب جائز و مستثنیٰ ہیں باقی فٹبال وغیرہ سب مکروہ و ممنوع ہے (و) کرہ (کل لھو) لقوله علیه الصلوٰة و السلام کل لھو المسلم حرام الا ثلاثة ملاعبته لاهله و تادیبه لفرسه ومناضلته بقوسه . تنویر الابصار و در مختار علی هامش رد المحتار جلد ٥ صفحه ٢٧٥ فقط☆

حبیب المرسلین عفی عنہ

نائب مفتی مدرسہ امینیہ۔ دہلی☆

ফুটবল খেলা কোন হিলা ও তাবিল (কুটঅর্থ গ্রহণ) দ্বারা বিনা কারাহিএত জায়েজ হইতেই পারে না, কেননা এই খেলা ক্রীড়া কৌতুকের অন্তর্গত যে বিষয়ে শরিয়তের হিসাবে ক্রীড়া কৌতুকের অন্তর্গত, উহা মকরুহ, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সহিত কৌতুক করা, ঘোড়া দৌড়ান এবং তীর নিক্ষেপ, এই তিনটি কার্য্য জায়েজ ও বিশিষ্ট বিষয়, তদ্ব্যতীত ফুটবল ইত্যাদি সমস্তই মকরুহ ও নিষিদ্ধ। "প্রত্যেক খেলা মকরুহ, ইহার প্রমাণ নবি (ছাঃ) এর হাদিছ, মুছলমানের প্রত্যেক ক্রীড়া তিনটি ক্রীড়া ব্যতীত হারাম, (১) তাঁহার স্ত্রীর সহিত কৌতুক করা, (২) নিজের ঘোড়াকে শিক্ষা দেওয়া, (৩) নিজের তীর নিক্ষেপ করা, ইহা তানবিরোল-আবছারে ও রদ্দোল-মোহতারের ৫ম জেলদের ২৭৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত দোর্রোল-মোখতারে আছে।

হবিবোল-মোরছালিন

নায়েব মুফতি মাদ্রাছা আমিনিয়া, দিল্লী।

দেওবন্দের ফৎওয়া;—

الجواب

جب مظاہر علوم اور مدرسہ امینیہ کا استفتا شایع ہو چکا ہے تو اب

دوسرے لوگوں کے استفتا کی ضرورت نہیں ہے ان فتاوٰوں پر عمل کیجئے

مسعود احمد عفا اللہ عنہ ☆

نائب مفتی دار العلوم دیوبند ☆

যখন মাজাহেরে উলুম ও মাদ্রাছায় আমিনিয়ার ফৎওয়া প্রচারিত হইয়াছে, তখন অন্যান্য লোকদের ফৎওয়ার দরকার হইবে না, উক্ত ফৎওয়া গুলির উপর আমল করুন।

মছউদ আহমদ,
—নায়েব মুফতি দারোল উলুম
দেওবন্দ।

বেরেলির মুফতি ছাহেবের ফৎওয়া;—

السوال ماقولکم رحمکم اللہ اس مسئلہ میں کہ گیند کھیلنا خواہ

پیروں سے ہو یا سر سے ہو ہاتھوں سے ہو یا پیٹ سے ہو نیز اسکا تماشا

دیکھنا اور اسکی تائید کرنا شرعا کیا حکم ہے بینوا توجروا ☆

الجواب

کشف ستر عورت لوگوں کے سامنے بہر حال حرام ہے کھیل میں ہو یا

کھیل کے علاوہ ہر لھو ولعب حرام بظاہر وجوہ مذکور کا ادعا محض میلہ ہے

جہاد کے نام سے فٹبال کھیلو مگر تلوار چلانا لاٹھی چلانا تیر چلانا گھوڑا دوڑانا

اور قسم قسم کی جائز ورزشیں کرنا نہ سیکھو کشتی لڑنا یہ بھی نہ سیکھو ان کھلاڑیوں

میں کیا کوئی ایسا ہے جس نے ان باتوں میں سے کوئی بات سیکھی ہے شاید

ہر کوئی ہو جہاد میں فٹبال کا کیا کام اور بھاگنے وروڑنے کے لئے فٹبال کی کیا

ضرورت ہے یہ نصاری کی تقلید منظور ہے اور نام جہاد کا جہاد کا وقت آئیگا تو

یہ کھلاڑی گھر سے فٹبال لیکر نکلیں گے بندوق اور توپوں کی گولیوں کا فٹبال

سے مقابلہ کرینگے ادہر سے گولے گولے آئینگے اور ادہر سے یہ فٹبال پھینک

مارینگے ادہر تیغ و تیر و تفنگ چلینگے یہ فٹبال پر روکینگے اور بیٹ بکی سے

لڑینگے یا بھاگنے کی مشق اس لئے کررہے ہیں کہ جہاد سے پاؤں سر پر

رکھکر بھاگ سکیں ☆

ہاں واقعی قوت جسم بہوں ہیونچانے کے لئے مصارعہ کریں اور ایام صیف

میں تیغ وغیرہ سے ورزش کرے ہار جیت کی قید نہ ہو محل عام پر تماشا نہ

دکھاوے تو غرض صحیح سے یہ ورزش کھیل سے نکل جائیگے عالمگیری میں ہے

المصارعة هي بدعة وهل يترخص للشبان قال رح ليست

بدعت و قد جاء الاثر فيها ان الا ان ينظر ان اراد به

التلهي يكره ذلك ويمنع عنه فان اراد تحصيل القوة

ليقدر علي المقاتلة مع الكفرة فانه يجوز يثاب و عليه

وهو كالشرب المثلث اذا اراد التطرب والتلهى يمنع عنه ويزجر وان كان مقاتلا و اراد به القوة و القدرة عليها جار ذلك كذا في الجواب وهو الفتاوى قال القاضي الامام ملك الملوك الذى يلعب الشبان ايام الصيف بالبطيخ بان ضرب بعضهم بعضا مباح بغير مستنكر كذا فى الجواهر الفتاوى و الله اعلم و علمه اتم ☆

مفتى دار الافتاء بريلى، خانقاه رضويه☆

প্রঃ— আপনারা কি বলেন এই মছলা সম্বন্ধে যে, বলখেলা পায়ের দ্বারা হউক, মস্তক দ্বারা হউক, হস্তের দ্বারা হউক, পেটের দ্বারা হউক, আরও উহার তামাশা দেখা এবং উহার সাহার্য্য করা শরিয়ত অনুসারে জায়েজ কি না?

উঃ— লোকদের সম্মুখে গোপনীয় অঙ্গ খোলা খেলা উপলক্ষে হউক আর অন্যত্রে হউক প্রত্যেক অবস্থাতে হারাম। প্রত্যেক প্রকার ক্রীড়া কৌতুক হারাম, প্রকাশ্য উল্লিখিত বিষয়গুলিতে কেবল মেলার দাবী করা হইয়াছে, জেহাদের নামে তোমরা ফুটবল খেলিতেছ, কিন্তু তরবারী চালনা, লাঠি চালনা, তীর ছাড়া, ঘোড়া দৌড়ান, আরও ভিন্ন ভিন্ন রকমের জায়েজ কছরত শিক্ষা করিবে না কুস্তিগিরি তাহাও শিক্ষা করিবে না, এই খেলোয়ার দিগের মধ্যে এমন কেহ আছে কি, যে উক্ত কছরতগুলির মধ্যে কোনটি শিক্ষা করিয়াছে, বোধহয় সকলের এইরূপ অবস্থা। জেহাদে ফুটবলের কি প্রয়োজন? পলায়ন করিতে ও দৌড়িতে ফুটবলের কি আবশ্যক? ইহাতে খ্রীষ্টানদিগের অনুকরণ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, অথচ জেহাদের নাম করা হইতেছে। জেহাদের সময় উপস্থিত হইলে, এই খেলোয়ারগণ গৃহ হইতে ফুটবল লইয়া বাহিরে আসিবেন, বন্দুক ও তোপেরগুলির প্রতিরোধ ফুটবলের দ্বারা করিবেন, এই দিক হইতে গুলী গোলা আসিবে, ঐদিক হইতে তাহারা ফুটবল ফেলিয়া মারিবেন, এই দিক হইতে তরবারী, কোদালী, বন্দুক চালিতে থাকিবে, ইহারা ফুটবল দ্বারা প্রতিরোধ করিবেন এবং ব্যাটবল ও হকি দ্বারা সংগ্রাম করিবেন, হয়ত তাহারা পলায়ন করার অভ্যাস এই হেতু করিয়া থাকেন যে, জেহাদ হইতে মস্তকের উপর পা রাখিয়া পলায়ন করিতে পারেন।

অবশ্য যদি শক্তি অর্জ্জনের জন্য কুস্তিগিরি করে এবং গ্রীষ্মকালে কাকুড় ইত্যাদির দ্বারা কছরত করে, উহাতে হারজিতের শর্ত্ত না থাকে এবং সাধারণ স্থানে তামাশা না দেখান হয়, তবে জায়েজ উদ্দেশ্য হইলে উক্ত কছরত খেলার গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া যাইবে। আলমগিরিতে আছে, পরস্পরে কুস্তিগিরি করা বেদয়াত, যুবকদিগকে উহার অনুমতি দেওয়া যাইবে কি না? গ্রন্থকারে (রঃ) বলিয়াছেন, উহা বেদয়াত নহে। এই সম্বন্ধে হাদিছ আসিয়াছে, এক্ষণে দেখিতে হইবে, যদি উহা ক্রীড়া কৌতুক উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে, তবে উহা মকরুহ হইবে। উহা করিতে নিষেধ করা হইবে। আর যদি শক্তি লাভের ইচ্ছা করে, যেন কাফেরদের সহিত সংগ্রাম করিতে সক্ষম হয়, তবে উহা জায়েজ ও ছওয়াবের কার্য্য হইবে। যেরূপ মোছাল্লাছ শরবত, যদি উহাতে আনন্দলাভ ও ক্রীড়া কৌতুক করার ইচ্ছা করে, তবে নিষেধ ও তিরস্কার করা হইবে। আর যদি সে যোদ্ধা হয় এবং তদ্দারা ক্ষমতা ও যুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের ইচ্ছা করে, তবে জায়েজ হইবে। ইহা জওয়াহেরোল' ফাতাওয়াতে আছে।

কাজি এমাম মালেকোল মুলুক বলিয়াছেন, যুবকেরা গ্রীষ্মকালে কাকুড় দ্বারা যে খেলা করিয়া থাকে এবং একে অন্যকে মারিয়া থাকে, উহা মোবাহ হইবে, নিন্দনীয় নহে, ইহা জাওয়াহেরোল-ফাতাওয়াতে আছে।

মুফতিয়ে দারোল-এফতায়ে
বেরেলী, খানকাহে রেজাবি।

আবুরহাট মাদ্রাসার ফৎওয়া,
ইহাতে বঙ্গ ও আসামের জমিয়তোল-ওলামার
ভূতপূর্ব্ব মুফতি ও উহার সেক্রেটারীর দস্তখত আছে।

জওয়াব।

ইদানিং মুছলমানেরা যেরূপ চারিদিকে ফুটবল খেলার ধুমধাম (সমারোহ) করিতেছে এবং ইহা খেলিতে দ্বিধাবোধ করে না, অথচ ইহাতে অনেকগুলি শরিয়ত সঙ্গত দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, প্রথম এই খেলাটী ফজুল কার্য্য, ইহা শরিয়তে হারাম, কেন না নেছারোল-এহতে-ছাবের ১১ অধ্যায়ে আছে, যদি উহা জুয়া শুন্য হয়, তবে বৃথা কার্য্য; নিশ্চয় উহা হারাম, ইহার প্রমাণ এই আয়ত, "তোমরা কি ধারণা কর, আমি কেবল বৃথাভাবে তোমাদের দ্বিনাতিবাহিত করার জন্য তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি"?

দ্বিতীয়, এই ফুটবল খেলা অবিকল 'নর্দ' (দাবা) খেলার তুল্য, এইহেতু এই খেলাটি উহার অন্তর্গত হইবে। শরিয়ত অনুযায়ী দাবা খেলা হারাম, মজমুয়ে খানিতে আছে, "আমাদের শহরে 'তাস' খেলা উহার তুল্য, কেননা উহা বিনা গণনা ও বিনা চিন্তায় নিক্ষেপ করা হয়, যে কোন খেলা শয়তান সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহা অমনোযোগী সম্প্রদায় অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, উহা হারাম হইবে। নেছাবোল এহতেছাবের উল্লিখিত অধ্যায়ে আছে, শতরঞ্জ, দাবা, চৌদ্দগুটী ও প্রত্যেক প্রকার খেলা মকরুহ এবং মকরুহ হওয়ার মর্ম হারাম। তৃতীয় খেলোয়ারদিগের অধিকাংশের অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে, তাহারা আল্লাহতায়ালার জেকর হইতে উদাসীন থাকে এবং নামাজ ও গোপনীয় অঙ্গ ঢাকা প্রভৃতি ফরজ ত্যাগ করিয়া থাকে যে, আর যে কর্ম আল্লাহতায়ালার জেকর হইতে উদাসীন করিয়া দেয়, উহা জুয়া ও খেলার অন্তর্গত, যথা নেছাবোল এহতেছাবের উক্ত অধ্যায়ে আছে, নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যাহা তোমাকে খোদার জেকর হইতে উদাসীন করিয়াছে, উহা জুয়া। আরও বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রকার হারজিতের খেলাকে 'ময়ছর' বলা হয় এমন কি বালকদের খেলা উহার অন্তর্গত, কেননা অধিকাংশে খেলায় নামাজ হইতে উদাসীন হইয়া পড়ে।

যদি কেহ ছওয়াল করে যে, এই খেলা দ্বারা যুদ্ধ ইত্যাদির নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা হইয়া থাকে, তবে বলি, এইরূপ দাবি করা জায়েজ হইতে পারে না, কেননা ইহাতে দূষিত কার্য্য এবাদাত বলিয়া গণ্য হইয়া পড়ে, (নাউজোবিল্লাহ) উক্ত কেতাবের উক্ত অধ্যায়ে আছে, "ইহা বলা জায়েজ হইবে না যে, উক্ত দূষিত কার্য্য দ্বারা যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করা হইবে, কেননা ইহাতে খেলা কার্য্যকে এবাদাতরূপে পরিগণিত করা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

আরও আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহতায়ালার আয়ত সমূহকে বিদ্রুপ স্থির করিও না"।

চতুর্থ, এই খেলা দাবা ব্যতীত لهو و لعب ক্রীড়া কৌতুকের অন্তর্গত, সমস্ত প্রকার ক্রীড়া হারাম, কেবল হাদিছ অনুসারে তিন প্রকার কৌতুক জায়েজ হইবে, (১) প্রথম নিজের ঘোড়া শিক্ষা দেওয়া, (২) তীর নিক্ষেপ শিক্ষা করা, (৩) নিজের স্ত্রীর সহিত কৌতুক করা, উক্ত কেতাবের উল্লিখিত অধ্যায়ে এই মর্ম্মের হাদিছ লিখিত হইয়াছে। অন্য রেওয়াএতে মোমেনের প্রত্যেক খেলা বাতীল স্থলে হারাম উল্লিখিত হইয়াছে।

হজরতের অন্য হাদিছে আছে, আমি নর্দ হইতে নারাজ, উহার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই।

উক্ত কেতাবের ৬১ অধ্যায়ে বিবাহ শাদীর বেদয়াত বর্ণনা উপলক্ষে লিখিত আছে;— উহা কয়েক প্রকার, উহার মধ্যে তৃতীয় হইল খেলোয়ার দিগের খেলা প্রকাশ করা, ইহা হারাম।

রদ্দোল-মোহতারে আছে, এই মছ্‌লাতে বুঝা গেল, সমস্ত প্রকার ক্রীড়া কৌতুক হারাম, (এমাম) মোহাম্মদ সমস্ত প্রকার খেলা ও সঙ্গীত হারাম বলিয়াছেন, ক্রীড়া কৌতুক কোরআন ও হাদিছ দ্বারা হারাম হইয়াছে। এস্থলে তিন প্রকার কৌতুক ভিন্ন সমস্ত খেলা হারাম হওয়ার হাদিছ লিখিত হইয়াছে।

কেফায়ার ৫ম জেলদ ২২৯ পৃষ্ঠায় ঐরূপ হাদিছ লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চম, এই খেলাতে যে টাকা কড়ি, ব্যয় হয়, উহা অপব্যয়ের মধ্যে গণ্য।

আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন, নিশ্চয় অপব্যয়িরা শয়তানদিগের ভ্রাতা, আর শয়তান নিজের প্রতিপালকের অকৃতজ্ঞ।

উপরোল্লিখিত দলীল প্রমাণ সমূহ দ্বারা উত্তমরূপে প্রমাণিত হইল যে, ক্রীড়া কৌতুক ফজুল কার্য্য, নর্দ ইত্যাদি শরিয়ত অনুসারে অকাট্য হারাম। ফুটবল খেলা ইহার অন্তর্গত। কেহ যেন এই খেলাকে হালাল না জানে, বরং উহা হইতে পরহেজ করা ওয়াজেব জানিয়া তওবা করে।

অপব্যয় হইতে নিজেকে বিরত রাখিবে, কেননা হারামকে হালাল জানা ও হালালকে হারাম বলিয়া বিশ্বাস করা কোফর, আলমগিরিতে আছে, যে ব্যক্তি হারামকে হালাল কিম্বা ইহা বিপরীত ধারণা করে, সে ব্যক্তি কাফের হইবে।

এইরূপ ক্ষুদ্র হইলেও গোনাহ কার্য্যকে হালাল জানা কাফেরী কার্য্য, আকায়েদে-নাছাফিয়াতে আছে, গোনাহ ছোট হউক, আর বড় হউক, যদি অকাট্য দলিলে উহার গোনাহ হওয়া প্রমাণিত হয়, উহা হালাল জানিলে, কাফের হইতে হয়। ইহা কেতাবের হুকুম।

(মাওলানা) সুলতান আহমদ নেজামপুরী
ফারাগানপুরী।

সত্য মত প্রকাশিত হইয়াছে।
(মাওলানা) সৈয়দ নেছার
আহমদ, হোজবাটা(হুগলী)
জওয়াব ঠিক হইয়াছে,
ছিদ্দিক আহমদ নেজামপুরী।

উত্তর দাতা সত্য কথা বলিয়াছেন,
মতিওর রহমান,
মাদ্রাছা মনিরোল-ইছলাম
আবুরহাট, চট্টগ্রাম,

জওয়াব দাতা সত্যমত প্রচার করিয়াছেন।

(মাওলানা) জালালদ্দিন আহ্মদ, মোদার্রেছ মাদ্রাছা মির্জাবাজার চট্টগ্রাম।
(মৌলবী) মোহঃ আবুবকর, মোদার্রেছ মাদ্রাছা, মনিরোল ইছলাম, আবুরহাট, চট্টগ্রাম।

ছওয়াল।

উল্লিখিত খেলাগুলি ও অন্যান্য খেলা যাহা আল্লাহতায়ালার জেকর ভুলাইয়া দেয়, সমস্তই হারাম, ইহা ফেক্‌হের কেতাবগুলিতে উল্লিখিত হইয়াছে, আবদুন্নুর মোহম্মদ জহরোল হক।

জওয়াব ছহিহ
(মাওলানা) মোহঃ আবদুল জব্বার,
নেজামপুর, চট্টগ্রাম

যে সমস্ত খেলা খোদার জেকর ভুলাইয়া দেয়, তৎসমস্ত হারাম, ফুটবল ও নামাজ ভুলাইয়া দেয়, ইহা বারম্বার সঠিকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, এই হেতু বিনা সন্দেহে ইহা হারাম, ফকিহগণ নিজেদের কেতাবে ইহা উল্লেখ করিয়াছেন।

মোহম্মদ ছয়াদাত হোছেন,
(মাওলানা) মোহাম্মদ এলাহি বকশ, সেক্রেটারী আবুরহাট
মাদ্রাসা, সেক্রেটারী জমিয়তে-ওলামা।
(মাওলানা) আবদুল কাদের।

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم الخ ☆

ওয়াহেদী (রঃ) ইহার তফছিরে বলিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার খেলা, সঙ্গীত, বাঁশী ও বাদ্য এই হুকুমের অন্তর্গত হইবে। ফুটবলের খেলা ইহার অন্তর্গত হওয়াতে সন্দেহ নাই।

মোহঃ আবদুল গফুর।

জওয়াব ছহিহ।
(মাওলানা) মোহঃ এনায়েতুল্লাহ।
ভূতপুর্ব্ব মুফতি জমিয়তোল-ওলামা।
বাংলা ও আসাম।

বর্ত্তমান জমিয়তে-ওলামায় বাংলার মুফতি মধ্যম পীর জাদা মাওলানা আবুজা'ফর ছিদ্দিকি ছাহেবের ফৎওয়া,—

ফুটবল খেলা

এই খেলা কাহার মতে হারাম এবং কাহার মতে মকরুহ তহরিমা (যাহা হারামের নিকটবর্ত্তী)। এখানে জেহাদের সহায়তা এবং ব্যায়ামের প্রশ্ন চলিবে না, কারন জায়েজ ব্যায়াম যাহাতে শরিয়তের দিক দিয়া কোন কুভাব দৃষ্ট না হয়, এমত ব্যায়াম ফকিহগণ জায়েজ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তীর, ধনুক, তলোয়ার ভাঁজা ঘোড় দৌড়, সাঁতার, কুস্তি ইত্যাদি যদি খাঁটি নিয়ত এবং উক্ত উদ্দেশ্য লইয়া করা হয়, তবে জায়েজ হইবে। কেবল ক্রীড়া কৌতুক তামাসা উদ্দেশ্যে হইলে, নাজায়েজ হইবে, যথা আলমগিরীতে আছে, اذا اراد به التلهي يكره "যদি (উক্ত কুস্তি কেবল) খেলা তামাসা উদ্দেশ্যে হয়, তবে মকরুহ তাহরিম হইবে।

মেশকাত ৩৩৮ পৃষ্ঠায় এবনো মাজা হইতে উদ্ধৃত হাদিছে আছে, যথা নবি (ছাঃ) এক সাহবীর হাতে পারস্যের কাফেরদিগের বিশিষ্ট ধনুক ব্যবহার করিতে দেখিয়া বলিলেন, তুমি আরবি ধনুক ছাড়িয়া পারস্যের ধনুক ব্যবহার করিতেছ? তুমি এইরূপ ধনুক এবং এবম্প্রকার যাবতীয় বস্তু হইতে বিরত থাক। অন্য হাদিছে আছে, যথা তোমরা পারস্যের কাফেরদিগের বিশিষ্ট ধনুক ব্যবহার করিও না।

হাওয়াদেছোল-ফাতাওয়া ৫ম খণ্ডে এবং অন্যত্রে লিখিত মর্ম্ম দ্বারা মৌলানা থানাবী ছাহেব ইহা অমুছলমানের বিশিষ্ট খেলার সহিত তুলনা হওয়ায় এবং ফাছেকদিগের সহিত একত্রে সমবেত ইত্যাদি কারণে উক্ত হাদিছ দ্বয়ের দ্বারা বল, ক্রীকেট, হকীখেলা ইত্যাদি নাজায়েজ ও নিষিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রকাশ থাকে যে, বন্দুক, বারুদ জাহাজ تلف يونان ফালছাফা আওতারের ৪র্থ ১২৯ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে।

* রদ্দোল-মোহতারের ৫ম খণ্ডের ৫৩০ পৃষ্ঠায় হাশিয়াতে মুদ্রিত দোর্‌রোল-মোখতারে আছে ;—

ঘোড় দৌড়, উষ্ট্র, পদব্রজে দৌড় ও তীর নিক্ষেপ দ্বারা প্রতিযোগিতা করা জেহাদে পারদর্শিতা লাভ উদ্দেশ্যে জায়েজ হইবে। এই চারিবিষয় ব্যতীত প্রতিযোগিতা করা জায়েজ নহে। এইরূপ গায়াতোল-আওতারের ৪র্থ খণ্ডে ৪৬৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

আলমগিরির ৪র্থ খণ্ডের ২০০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

চারি বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা জায়েজ হইবে,—

উষ্ট্রদৌড়, ঘোড়া ও খচ্চর দৌড়, তীর নিক্ষেপ ও পদব্রজে দৌড়। এইরূপ

কাজিখানের ৪র্থ খণ্ডে ৩৮০ পৃষ্ঠায় আছে, উক্ত কেতাবে আছে, এই চারিটি বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা হেতু জায়েজ হইয়াছে যে, এতৎ সম্বন্ধে হাদিছ আসিয়াছে, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কোন হাদিছ নাই।

ঘোড়াকে শিক্ষা দেওয়া, ধনুক হইতে তীর নিক্ষেপ ও পদব্রজে দৌড় ঐ সময়ে জায়েজ হইবে যখন উহা জেহাদে শক্তি সঞ্চয় করা উদ্দেশ্যে হয়। ক্রীড়া কৌতুক ও মনের তৃপ্তি সাধন উদ্দেশ্য হইলে উহা নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ হইবে।

রদ্দোল- মোহতারের ৫মে খণ্ড ৫৩০ পৃষ্ঠায় " জেহাদের পারদর্শিতা লাভ উদ্দেশ্য" এই কথার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, উহা মোস্তাহাব, যে রূপ কারাহিএতের অধ্যায়ে প্রকাশ করা হইয়াছে।

আর ক্রীড়া কৌতুক উদ্দেশ্য হইলে মকরুহ হইবে। গায়াতোল আওতারের ৪র্থ খণ্ডের ৪৬৪ পৃষ্ঠায় " জেহাদের পারদর্শিতা" ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, এই শর্ত্তে বুঝা যায় যে, যদি প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ক্রীড়া কৌতুক ও মনের আনন্দ লাভ হয়, তবে এইরূপ প্রতিযোগিতা মকরুহ হইবে, এইরূপ তাহতাবিতে আছে।

ইউনান বা আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদি অনুসন্ধান করিলে, দোষ নাই, কারণ উহার মূল এছলামী ইতিহাসে মুছলমানদের আবিষ্কৃত বলিয়া কস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

কালে কালে পয়গম্বর আসিয়া প্রত্যেক বিষয়ের মূলের সন্ধান বলিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ মুছলমান সর্ব্বহারা হইয়া সবই ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার সহিত বল খেলা তুলনা করা বাতুলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ইহা ছাড়া বল খেলা যে অর্থ নষ্ট হয়, খেলার মওছুমে দেশের কোটি কোটি টাকার যে সর্ব্বনাশ করা হয়, তাহা কাহারও জানিতে বাকী নাই।

দ্বীন দুঃখীরা কত অনাহারে দিন কাটাইতেছে, কত মাদ্রাছা মক্তব, স্কুল টাকার অভাবে বন্ধ প্রায় হইয়া যাইতেছে সেই দিকে খেয়াল কয়জন আলেমের ? (বাতেল দলের মতামত, ১৪১/১৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

চট্টগ্রাম ছুফিয়া মাদ্রাছার মুফতি মাওলানা
আবদুলগনি ছাহেবের ফৎওয়া।

ফুটবল খেলা যাহা বর্ত্তমানে প্রচলিত হইয়াছে, মূল খেলারদিকেএবং উহার আনুসাঙ্গিক কার্য্যকলাপের দিকে লক্ষ্য করিলে, উহা শরিয়তে নাজায়েজ হইবে।

মূল খেলার দিকে লক্ষ্য করিলে, এই হেতু নাজায়েজ হয় যে, উহা মূলে ক্রীড়া কৌতুক এবং এই উদ্দেশ্যেই উহা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ।

তিন প্রকার কৌতুক ব্যতীত সমস্ত ক্রীড়া নিষিদ্ধ ও নাজায়েজ।

রদ্দোল-মোহতারের ১ম খণ্ড ১৮৯ পৃষ্ঠায় হাশিয়ায় লিখিত দোর্রোল-মেখতারে আছে। প্রত্যেক প্রকার ক্রীড়া মকরুহ, ইহার দলীল নবি (ছাঃ) এর হাদিছ, তিন প্রকার ক্রীড়া ব্যতীত মুছলমানের প্রত্যেক ক্রীড়া হারাম (১) নিজের স্ত্রীর সহিত কৌতুক, (২) নিজের ঘোড়াকে শিক্ষা দেওয়া (৩) নিজের ধনুক নিক্ষেপ করা গায়াতোল বইয়ান।

আনুসাঙ্গিক কার্য্য কলাপের জন্য নাজায়েজ হওয়ার কারণ এই যে, ইহাতে দীন ও দুনইয়ার বহু ক্ষতি সাধিত হয়—

(১) খেলোয়াবেরা ইহাতে এরূপ বিভোর হইয়া পড়ে যে, নামাজ নষ্ট হওয়ার দ্বিধা বোধ করে না এবং তজ্জন্য দুঃখ মনে করে না। (নাউজুঃ) আর যে খেলা ফরজ নষ্ট করিয়া দেয়, উহা হারাম যেরূপ বাহরোর-রায়েকের ৮মখণ্ডে ১৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"মুহিত কেতাবে আছে শতরঞ্চি, পাশা, দাবা প্রভৃতি খেলা মকরুহ, ইহার দলীল হজরতের এই হাদিছ তিন প্রকার ক্রীড়া ব্যতীত সমস্ত খেলা হারাম, পুরুষের স্ত্রীর সহিত কৌতুক করা, ধনুক হইতে তীর নিক্ষেপ ও ঘোড়াকে শিক্ষা দেওয়া।

কেননা উহা জুমা ও জামায়াত হইতে বিরত রাখে, উহাতে অশ্লীল কথা ঘটিয়া থাকে।

উক্ত কেতাবের ৭ম খণ্ডের ৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যে ব্যক্তি পাশা শতরঞ্চি দ্বারা জুয়া খেলে; কিম্বা এতদুভয়ের জন্য নামাজ নষ্ট হইয়া যায় তাহার সাক্ষ্য গ্রহনীয় হইবে না।

(২) ইহাতে কাফেরদের রীতির সহিত সমভাবাপন্ন হইতে হয়, কেননা বঙ্গ দেশে কাফেররা ফুটবল খেলা প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। কাফেরদের রীতির ভাবাপন্ন হওয়ার জন্য ক্রীড়া কৌতুকগুলি হারাম হইয়া থাকে, যেরূপ বাহারোর-রায়েকের ৮ম খণ্ডে ২০৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

"মুহিত কেতাবে আছে, শতরঞ্চি ও দাবা খেলা মকরুহ, কেননা উহা য়িহুদীদের খেলা।

রদ্দোল-মোহতারের ৫মে খণ্ডের ২৭৯ পৃষ্ঠায় ("প্রত্যেক প্রকার খেলা মকরুহ") ইহার ব্যাখ্যায় লিখিত আছে, এই ব্যাপক হুকুমে উক্ত কার্য্য করা ও শ্রবণ করা নিষিদ্ধ হইল, নর্ত্তন, সং সাজা, হাতে তালী দেওয়া, তাম্বুরা বারবাৎ, রোবাব, বাঁশী, ঝাঁজ, বড় বাঁশী এই সমস্ত মকরুহ, কেননা ইহা কাফেরদের রীতি।

(৩) ইহাতে বিনা আবরণে ফাসেক ও ফাজেরদের সহিত মিলন হইয়া থাকে, যাহা শরিয়তে ও সামাজিক ভাবে নিষিদ্ধ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, " তোমরা স্মরণ করার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসিও না"।

(৪) এই খেলাতে কখন কখন উভয় পক্ষের ব্যক্তিদের উপর পুরস্কার স্থিরীকৃত হয়, যাহা অবিকল জুয়া এবং অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ মোমেনদিগকে বলিয়াছেন, শরাব, জুয়া অপবিত্র ও শয়তানের কার্য্য।

(৫) এই খেলাতে অধিকাংশ সময় খেলোয়ারেরা আহত হইয়া থাকে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায়, এমন স্থলে বিশেষ প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে, যাহা শরিয়তে ও বিবেক অনুসারে নিন্দনীয়।

আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন, " তোমরা নিজেদের হস্তকে ধ্বংশের দিকে নিক্ষেপ করিও না।

প্রঃ— যখন শক্তি সঞ্চয়ের জন্য পরস্পরে কুস্তিগিরি করা জায়েজ হওয়ার দলীল ফেকাহের কেতাবগুলি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন ফুটবল খেলা যাহা শক্তি অর্জ্জনে কুস্তিগিরি অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর, কেন জায়েজ হইবে না?

উঃ—পরস্পরে কুস্তিগিরি ঐ সময়ে জায়েজ যখন জেহাদে শক্তিলাভ উদ্দেশ্যে হয়, নচেৎ উহা নাজায়েজ, ইহা রদ্দোল-মোহতারের ৫ম খণ্ডের ২৭৯ পৃষ্ঠায় "ধনুক দ্বারা তীর নিক্ষেপ" এর ব্যাখ্যায় লিখিত আছে।

জওয়াহেরে লিখিত আছে যুদ্ধে শক্তি অর্জ্জন উদ্দেশ্যে পরস্পরে কুস্তিগিরি জায়েজ হওয়ার অনুমতি হাদিছে আসিয়াছে, কিন্তু ক্রীড়া কৌতুক উদ্দেশ্য হইলে উহা মকরুহ হইবে, ইহা উহার ২৮৫ পৃষ্ঠায় আছে। নাজায়েজ অনুষাঙ্গিক ক্রীয়া কলাপ না থাকা স্বীকার করিলেও ফুটবলে জেহাদের শক্তিলাভ উদ্দেশ্যে থাকার দাবী করা দলীলহীন দাবী, কেননা বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যে, ফুটবলের খেলোয়ারদিগের খেলা ভিন্ন শক্তিজনক কোন কার্য্যই পরিলক্ষিত হয় না, তাহাদের দ্বারা জেহাদের কার্য্য সম্পাদিত হওয়া ত সুদুর পরাহত।

দ্বিতীয় প্রঃ— ফাতাওয়ায়-কাজিখানের ৪র্থ খণ্ড ৩৮০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যে আখরোটের দ্বারা বালকেরা খেলা করিয়া থাকে উহা খাওয়া জায়েজ আছে। রেওয়ায়েত করা হইয়াছে, নিশ্চয় এবনো ওমার (রাঃ) বালকদের জন্য ঈদের দিবস আখরোট ক্রয় করিতেন, তাহারা তদ্দারা খেলিত ও খাইত। ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত এবনো-ওমার (রাঃ) বালকদের জন্য আখরোট ক্রয় করিতেন এবং বালকেরা

তদ্দ্বারা খেলা করিত, ইহার উপর কেয়াছ করিয়া ফুটবলের খেলা জায়েজ হওয়া প্রমাণিত হয়।

জওয়াব।

ইহা নাজায়েজ কেয়াছ, ফুটবলের খেলোয়ারগণ সমস্তই বালেগ ও শরিয়তের আদেশপ্রাপ্ত, আর আখরোটের খেলোয়ারগণ সমস্তই নাবালেগ। কাজেই উভয় সমান হইবে কিরূপে?

(মুফতি মাওলানা) মোহাম্মদ আবদুল গণি
মাদ্রাছা ছুফিয়া নুরিয়া নেজামপুর, চট্টগ্রাম।

মাওলানা গোলাম রহমান ছাহেব ফুটবল নাজায়েজ হওয়ার যে ফৎওয়া লিখিয়াছেন, উহার কিয়দংশের অনুবাদ এস্থলে প্রকাশ করিতেছে,—

ফুটবল খেলাতে যদিও সামান্য উপকার লাভ হয়, কিন্তু অপকার তদপেক্ষা অধিকতর হইয়া থাকে। অধিকাংশ ও সম্পূর্ণ বিষয়ের একই হুকুম। যেরূপ মদ পান করাতে সামান্য উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু তদপেক্ষা ক্ষতির পরিমান অধিকতর হইয়া থাকে, যেরূপ আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "মদ পান ও জুয়ার উপকার অপেক্ষা গোনাহর পরিমাণ অধিকতর"।

ফুটবলের দুইপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১১জন করিয়া ২২জন খেলোয়াড় হইয়া থাকে, তাহাদের দাবি অনুসারে যদিও তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ উপকার ও শারীরিক শক্তি লাভ হয়, কিন্তু তামাশা দর্শকদের কি লাভ হইয়া থাকে? তাহারা কেবল গোলমাল ও হৈ চৈ করিতে আসিয়া থাকে, নিজেদের সময় অকারণে নষ্ট করিয়া থাকে এবং টাকা পয়সা অপব্যয় করিয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে কঠিন ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে, যেরূপ আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, নিশ্চয় অপব্যয়িগণ শয়তান সমুহের ভ্রাতা।

এইস্থলে হাতে তালি দেওয়া এবং সিটী বাজান হইয়া থাকে, ইহা নিষিদ্ধ, আল্লাহ বলিয়াছেন,—

কাফেরদের নামাজ সিটী বাজান ও হাতে তালি দেওয়া ছিল।

গোলাম রহমান,

বরিশালের মাওলানা পীর নেছারুদ্দিন আহমদ ছাহেবের

ফৎওয়া;—

প্রঃ— হুজুর, হাত, পা, কিম্বা ব্যাট দ্বারা যে কোনও প্রকার বল খেলা এবং উহা দ্বারা আনন্দ উপভোগ করার জন্য এই সকল খেলায় যোগদান করা ও উহাতে অর্থিক সাহায্য করা সম্বন্ধে শরিয়তের হুকুম জানিতে বাসনা রাখি।

উঃ— খেলা সম্বন্ধে হজরত নবি করিম ছাল্লাল্লাহ আলায়হে অছাল্লাম হাদিছ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এই হাদিছ শরিফ সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বজন মান্য ফৎহোল-কাদির' কেতাবে কারাহিএতের অধ্যায় বর্ণিত আছে,—

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لهو المؤمنين باطل الافى ثلث تاديبه فرسه و فى رواية ملاعبته بفرسه ورميه عن قوسه و ملاعبته مع اهله (فتح القدير)

অর্থাৎ হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, (১) ঘোড়াকে আদব শিক্ষা দেওয়া কোন রেওয়ায়েতে শিক্ষা দেওয়া মানসে উহা লিয়া কৌতুক করা। (২) তীর নিক্ষেপ করা। (৩) স্বীয় স্ত্রীর সহিত নির্দ্দোষ কৌতুক করা, এই তিন প্রকার খেলা ব্যতীত যাবতীয় খেলা মুছলমানের জন্য বাতীল অর্থাৎ নাজায়েজ।

সুপ্রসিদ্ধ 'বাদায়ে' নামক কেতাবে কেতাবোশ-শাহাদাতের অধ্যায়ে ও উক্ত হাদিছ শরিফ অবলম্বনে উপরোক্ত তিন প্রকার খেলা ব্যতীত যাবতীয় খেলা হারাম বলিয়াছেন,—

قال رسول الله صلعم كل لعب حرام الا ثلث ملاعبته الرجل اهله و تاديبه فرسه ورميه عن قوسه☆

নেছাবোল-এহতেছাব কেতাবের ১১শ অধ্যায়ে হজরত নবি করিম (ছাঃ) এর একটি হাদিছ অবলম্বনে লিখিয়াছেন,—

قال رسول الله صلعم ما نهاك عن ذكر الله فهو ميسر وقال عطاء الميسر كل قمار حتى لعب الصبيان ما لكعب وايضاً فيه لان الغالب بها التشاغل عن الصلوة☆

অর্থাৎ হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে কার্য্যে আল্লাহতায়ালার জেকর হইতে বিরত রাখে, উহাই 'মাইছর' হজরত আতা (রাঃ) বলিয়াছেন, বাজি বান্ধিয়া যে খেলা হয়, উহাই "মাইছর" এমন কি বালকেরা যে চৌকান বিশিষ্ট কাষ্ঠ বা হাড় দ্বারা খেলা করিয়া থাকে, উহাও 'মাইছর' অর্থাৎ জুয়ার পর্য্যায়ভূক্ত।

ঐ কেতাবে ইহাও লিখিত আছে যে, ঐ খেলাসমূহে অধিকাংশ সময় আল্লাহর জেকর হইতে বিরত রাখে।

উল্লিখিত হাদিছ শরিফদ্বয়ের মর্ম্মে প্রকাশ পায় যে, খেলার মধ্যে বাজি বান্ধা হউক বা না হউক উল্লিখিত তিন খেলা ব্যতীত যাবতীয় খেলা নাজায়েজ।

বল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজমান আছে, ঐ খেলায় নামাজ ও আল্লাহর জেকের হইতে অধিকাংশেকে বিরত রাখে এবং উহাতে ছতর অনাবৃত করিয়া অর্দ্ধ উলঙ্গ হইতে হয় অতএব বল খেলাও উক্ত হাদিছের মর্ম্মে জুয়ার পর্য্যায়ভূক্ত। উহা হইতে মুছলমানের বিরত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হাদিছ শরিফদ্বয়ের মর্ম্মে বল খেলাও নাজায়েজ, উহাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাক বা নাই থাক।

জনাব মাওলানা আশরাফ আলী থানাবী ছাহেব ফুটবল, খেলা নাজায়েজ বলিয়া তাঁহার 'হাওয়াদেছ' নামক কেতাবে ফতোয়া লিখিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত যদি কেহ বলে যে, ফুটবল ব্যাটবল দ্বারা যুদ্ধের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা করা হয়, উহা নাজায়েজ হইবার কারণ কি?

তদুত্তরে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গর্হিত কার্য্য করিয়া খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভ করার আশা করা, অর্থাৎ নিষিদ্ধ খেলা দ্বারা ধর্ম্মযুদ্ধের দ্বারা তুল্য ছওয়াব লাভ করার আশা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা ও শরিয়ত নিষিদ্ধ কার্য্য ; কেননা কুকার্য্যের দ্বারা সুফল লাভ করা কখনও সম্ভব নহে।

নেছাবোল-এহতেছার কেতাবে আছে ;—

ولا يجوز ان يقال ليتعلم بها الحرب لانه
يؤدى ان الفصل اللعب يقصد به القربة وقال
سبحانه و تعالى ولا تتخذوا ايات الله هزوا الاية☆

অর্থাৎ নাজায়েজ খেলা দ্বারা যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করা যায় এইরূপ ধারণা

করা সমিচীন নহে অর্থাৎ নাজায়েজ। কেননা তাহা হইলে খেলার ন্যায় হীন কার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের আশা করা হয়। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, আমার বাক্যকে তোমরা হাঁসি ঠাট্টা স্বরূপ গ্রহণ করিও না।

উপরোক্ত প্রমাণগুলির দ্বারা যখন যাবতীয় খেলা নাজায়েজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তখন উহার তামাশা দর্শন করা এবং উহাতে যে কোনও প্রকার সাহায্য করা গোনাহ, কেননা গোনাহের কার্য্যে সাহায্য করিলেও গোনাহ হয়। পবিত্র কোরআন শরিফে ছুরা মায়েদায় আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন;—

تعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ☆

অর্থাৎ তোমরা সৎ ও সংযমশীলতার কার্য্যে সাহায্য কর এবং অন্যায় ও অসৎ কার্য্যে সাহার্য্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিও না।

কেফায়া কেতাবে শাহাদতের অধ্যায়ে লিখিত আছে;—

اعانة المعاصى و الفجر و الحث عليها من الكبائر☆

"অর্থাৎ গোনাহ ও অন্যায় কাজে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করা গোনাহ"।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রতীয়মান হইল যে, ঐ সকল খেলায় শারীরিক ও আর্থিক যে কোন প্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা নাজায়েজ ও গুরুতর গুনাহের কাজ। পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত খেলা ধূলায় যে অর্থের অপব্যয় হয়, তাহা দ্বীন ও দুনইয়ার কোন উপকার হয় না, বরং অনাবশ্যক খরচ করার দরুণ শয়তানের ভাই বলিয়া গণ্য হইতে হয়। পবিত্র কোরআন মজিদে আছে;—

ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين☆

অর্থাৎ নিশ্চয়ই অযথা খরচ কারী শয়তানের ভ্রাতা।

বিনীত—

(পীর হজরত মাওলানা শাহ) নেছারুদ্দিন আহমদ (ছাহেব)

সেক্রেটারী শর্ষিনা দারুছ ছুন্নৎ আলিয়া মাদ্রাছা, নায়েবে-ছদর জমিয়তে-ওলামায়ে বাংলা ও আসাম অত্রফতোয়ায়-দস্তখতকারী আলেমগণের নাম;—

(১) আমিরোল-শরীয়ত জনাব মাওলানা হজরত শাহ ছুফি আবুবকর ছিদ্দিকী পীর সাহেব কেব্লা ফুরফুরা শরিফ, প্রেসিডেন্ট জমিয়তে-ওলামায়ে বাংলা ও আসাম।

২) জনাব মাওলানা আবুজাফর ছাহেব ফুরফুরা শরিফ,

৩) " " রুহুলআমিন " ২৪ পরগনা,

৪) " " মোহাম্মদ ইয়াছিন ছাহেব ত্রিপুরা

৫) " " সৈয়দ নেছার আহমদ ছাহেব হুগলী,

৬) " " আবদুর রহমান ফরিদপুর, হেডমাওলানা ভোলা ইছলামিয়া মাদ্রাছা,

৭) " " ফজলোল করিম " মোহারেছ ঐ

৮) " " মোখলেছুর রহমান " ঐ ঐ

৯) " " আবদুল লতিফ " আমতলি,

১০) " " আবুল বারাকাত মহীউদ্দীন " ফুরফুরা

১১) " " আবুল বায়ান আবদুল ওয়াহেদ হুগলী,

১২) " " আবদুল মোগীছ ছাহেব গাজিপুর,

১৩) " " নূর মোহম্মদ, বর্দ্ধমান,

১৪) " " আফছারুদ্দিন আহমদ ফরিদপুর,

১৫) " " ছদরুদ্দিন আহমদ "

১৬) " " মোহম্মদ মোমেন নোয়াখালী,

১৭) " " আবদুল কাদের ছাহেব ফুরফুরা শরিফ, সেক্রেটারি জমিয়ত-ওলামায় বাংলা ও আসাম।

১৮) " " মোহঃ হাবিবুর রশীদ পাবনা,

১৯) " " শাহ আবদুল হাই (বর্ত্তমান গদ্দিশিন পীর) ফুরফুরা শরিফ।

২০) " " মোয়াজ্জম হোছেন ছাহেব লাহুয়া বরিশাল

২১) " " মোহঃ ফজলুল্লাহ " মোদারেছ কমজানিয়া মাদ্রাছা কলিকাতা,

২২) " " ছিদ্দিক আহমদ,

২৩) " " মতিয়র রহমান আহ্ছানিয়া মাদ্রাছা,

২৪) " " মোহঃ আবুবকর মোদারেছ ঐ

২৫) " " জালালুদ্দিন আহমদ মোদারেছ ফিরোজাবাদ মাদ্রাছা,

২৬) „ „ আবদুল জব্বার ছাহেব,
২৭) „ „ ছায়াদৎ হোছেন „
২৮) „ „ আবদুল গফুর „
২৯) „ „ মোহম্মদ এনাএতুল্লাহ ভূতপূর্ব্ব মুফতিয়ে জমিয়তে-ওলামা বাংলা ও আসাম
৩০) „ „ আবুল ফয়েজ মোহম্মদ আবদুলগনি মুফতি মাদ্রাছায় ছুফিয়ানুরিয়া জৌনপুর,
৩১) „ „ আবদুল অহবাব „ নোয়াখালী,
৩২) „ „ মোহঃ ইয়াছিন ছাঃ এমাম এবাদুল্লা মছজেদ বরিশাল
৩৩) „ „ তাজাম্মুল হোছেন হেড মাওলানা কেউন্দিয়া হাই মাদ্রাছা,
৩৪) „ „ মোহম্মদুল্লাহ ছাহেব সুপারেন্টেণ্ড পাঙ্গসিয়া ইছলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাছা,
৩৫) „ „ মোহঃ মোসতাজি সেক্রেটারী জমিয়তে-ওলামা চৌয়ারিয়া,
৩৬) „ „ মোহম্মদ হোছেন ছাহেব
৩৭) „ „ ফয়জোজ্জামান নোয়াখালি,
৩৮) „ „ মোহঃ এনাএতুল্লাহ নোয়াখালী
৩৯) „ „ ওমর বোখারি ছাহেব,
৪০) „ „ মোজাম্মেল আলী ঐ

সুপারেঃ শর্ষিনা দারুছ ছুন্নৎ আলিয়া মাদ্রাছা বরিশাল,

৪১) „ „ শফীকুল্লাহ ছাহেব হেড মাওলানা ঐ
৪২) „ „ আবদুল কুদ্দুছ মোদারেছ ঐ
৪৩) „ „ আবদুল খালেক „ ঐ
৪৪) „ „ মোহম্মদ হোছেন „ ঐ
৪৫) „ „ ছোলতান ছাহেব „ ঐ
৪৬) „ „ ইউনোছ „ „ ঐ
৪৭) „ „ আবদুল করিম „ ঐ
৪৮) „ „ আবদুল মজিদ „ ঐ

৪৯) „ „ আবদুল কুদ্দুছ „ ঐ
৫০) „ „ গোলাম রহমান ছাহেব মোদারেছ ঐ ধাওপা,
৫১) „ „ মফিজুর রহমান ছাহেব,
৫২) „ „ মোহঃ আবদুল হাই „
৫৩) „ „ আবদুল লতিফ „
ওরফে মৌঃ আলফাজুদ্দিন আহম্মদ।

অরও মাওলানা নেছারুদ্দিন আহমদ ছাহেব লিখিয়াছেন, দোর্রেল মোখতারে বল খেলা দ্বারা প্রতিযোগিতা জায়েজ হওয়ার কথা লিখিত আছে, ইহা শাফেয়ি মজহাবের কথা, আমাদের মজহাবের কথা নহে। এই হেতু রদ্দোল-মোহতারের ৫/৩৫৬ পৃষ্ঠায় অন্য ছাপার ৩৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

قال ---- بل قواعد المذهب تقتضى ان الغالب هذه من اللهو المحرم كالصولجات وما بعده☆

"তাহতাবি বলিয়াছেন, আমাদের মজহাবের নিয়ম অনুসারে প্রতিপন্ন হয় য, এই বিষয়গুলির অধিকাংশ হারাম ক্রীড়া, যেরূপ বল খেলা এবং উহার পরবর্ত্তী বিষয়গুলি"।

কিন্তু আল্লামা শামী উক্ত কেতাবে ৫/৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

فى القهستانى عن الملتقط من لعب بالصولجات يريد الفرسية يجوز☆

আরও উহার ৩৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

اقول قدمنا عن القهستانى جواز اللعب بالصولجات وهو الكرة للفروسية☆

فروسيت এর জন্য বল খেলা জায়েজ হওয়া কাহাস্তানি মোলতাকাত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, আর ফরুছিএত فروسية শব্দের অর্থ ছোরাহ ও কেশওয়ারিতে ঘোড় ছওয়ার হওয়া ও ঘোড়া চেনা লিখিত আছে, ইহাতে কেবল

জেহাদে ও ঘোড় ছওয়ারিতে পারদর্শীতা লাভ উদ্দেশ্য হইলে, জায়েজ হওয়া বুঝা যায়, প্রত্যেক অবস্থাতে উহা জায়েজ হওয়া বুঝা যায় না।

দ্বিতীয় কথা, এক কেতাবে প্রত্যেক অবস্থাতে উহা হারাম বুঝা যায়, কাহাস্তানিতে জেহাদ ও ঘোড় ছওয়ারি নিয়তে জায়েজ হওয়া বুঝা যায়।

আর আশবাহ কেতাবে আছে;—

اذا تعارض دليلان احدهما يقتضى التحريم و الاخر الا باحة قدم التحريم☆

হারাম ও জায়েজ এই উভয় প্রকার দলীল থাকিলে, হারাম হওয়ার হুকুম বলবৎ হইবে।

(মাওলানা) নেছারুদ্দিন আহমদ

লেখক বলেন, এই ফুটবল খেলাতে যে সমস্ত দোষ আছে, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে;—

(১) উহাতে সময় নষ্ট করা হয়, যাহারা ইহা খেলিয়া থাকে, তাহারা ঘর বাড়ী, স্ত্রী পরিজন, ব্যবসায় বানিজ্য সমস্ত ভুলিয়া গিয়া এই কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া থাকে, সংসারকে অচল করিয়া ফেলে, কোটি টাকা দিলে, যে একটি মিনিট সময়ের মূল্য হয় না, তাহা অবলিলাক্রমে নষ্ট করিয়া থাকে। আর বহু সহস্র দর্শকেরা এইরূপ বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া থাকে।

(২) উহাতে অযথাভাবে রাশি রাশি, সহস্র সহস্র, বরং লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করা হয়। বহু দুর দুরান্তর লোকেরাও ইহার দর্শক হইয়া সহস্র সহস্র টাকা নষ্ট করিয়া থাকে। সাংবাদিকেরা জাতির হিতকর প্রবন্ধ না ছাপাইয়া বহু কলম ব্যাপী এই নাজায়েজ খেলা ধূলার বিবরণ ছাপাইয়া সমাজের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন।

(৩) ইহাতে আছর ও মগরেবের নামাজ প্রায় খেলোয়ারেরা ও সহস্র সহস্র মুছলমান দর্শক নষ্ট করিয়া থাকেন।

(৪) ইহাতে বহু খেলোয়ারের হাত, পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট হইয়া যায়, বরং কেহ কেহ প্রাণে মরিয়া যায়।

(৫) ইহাতে যে ব্যায়ামগুলিতে জাতির অস্তিত্ব রক্ষা পাইতে পারে যথা— তীর ছোড়া, তলোয়ার ভাজা, ছোরা খেলা, লাঠিচালনা, ঘোড় দৌড়, ধনুকে বাটুল ছোড়া ইত্যাদি হালাল ব্যায়াম লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

(৬) ইহাতে হাতে তালী দেওয়া ও ছিটি দেওয়া অনুষ্ঠিত হয়, যাহা কোরআনের আয়তে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৭) ইহাতে বিজাতীয় খেলার অনুসরণ করা হয়, জনাব নবি (ছাঃ) পারস্যবাসিদের ধনুক ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বাহারোর-রায়েকের ৪/২০৭ পৃষ্ঠায় আছে;—

فى المحيط و يكره اللعب بالشطرنج و الزود الاربعة عشر لانه لعب اليهود☆

মুহিতে আছে, পাশা, দাবা ও চৌদ্দগুটি খেলা মকরুহ (হারাম) যেহেতু উহা য়িহুদীদের খেলা।

শামী, ৪/৫৩০

فى الفتح و لعب الطاب فى بلادنا مثله لانه يرمى ويطرح بلا حساب و اعمال فكر و كل ما كان كذلك مما احدثه الشيطان و عمله اهل الغفلة فهوا حرام سواء قومر به اولا☆

ফাৎহোল-কদিরে আছে, আমাদের দেশের তাব (ব্যাটবল) খেলা ঐরূপ নাজায়েজ, কেননা উহা বিনা হিসাবে ও বিনা চিন্তায় নিক্ষেপ করা হয়। এইরূপ যে কোন খেলা শয়তান সৃষ্টি করিয়াছে ও ফাছেকেরা (বিধর্মীরা) অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, উহাতে হারজীতের পুরস্কার থাকুক আর নাই থাকুক, হারাম হইবে।

(৮) ইহাতে বিদ্বেষ ও শত্রুতার সৃষ্টি হইয়া থাকে, মারামারি, গালিগালাজ, ফৌজদারি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

কোরআনে আছে;—

انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر و الميسر☆

"ইহা ব্যতীত নহে যে, শয়তান শরাব ও জুয়াতে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করে"।

(৯) ইহাতে ফরজ পর্দা নষ্ট হইয়া থাকে, পুরুষের হাটু পর্যন্ত ঢাকা ফরজ, ইহা অন্যকে নষ্ট করিয়া থাকে।

(১০) কতক স্থলে হারজীতের হারাম পৌরষ ঘোষণা করা হয়, এই প্রকাশ্য হারাম।

(১১) ইহাতে অকারণে বিধর্মীদের সঙ্গে মেলা মেশা করা হয় যাহা কোরআনে নিষেধ করা হইয়াছে।

(১২) ইহাতে কোন যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ কামনা করে না, বরং বিশুদ্ধ ক্রীড়া কৌতুক উদ্দেশ্য হইয়া থাকে।

কাহাস্তানি ত এইরূপ বিবিধ দোষে দোষান্বিতা বল খেলা জায়েজ বলেন নাই, কাজিখান এইরূপ দোষে দোষিত আখরোট খেলা হালাল বলেন নাই।

মছলা :—

যে ব্যক্তি হজরত নবি (ছাঃ) এর ছিনাচাক (বক্ষ বিদারন) কে বাতীল বলে, নবি(ছাঃ) এর মে'রাজ গমনকে স্বপ্ন বলিয়া প্রকাশ করে পোষ্ট অফিসের সুদ জায়েজ বলে, সেই ব্যক্তি ভ্রান্ত ও ভ্রান্তকারী হইবে কি না? হিন্দুস্তান দারোল-ইছলাম হইবে কি না? তথায় সুদ গ্রহণ জায়েজ কি না?

দিল্লীর মুফতির জওয়াব

یہ شخص بڑا گنہگر و ضال مضل ہے۔ ہندوستان میں سعائر اسلام جاری ہیں تو ہندوستان دار الاسلام ہے اس میں سود لینا جائز نہیں فقط☆

حبیب المرسلین عفی عنہ☆

نئب مفتی مدرسہ امینیہ۔ دھلی☆

এই ব্যক্তি বড় কঠিন গোনাহগার, ভ্রান্ত এবং ভ্রান্তকারী, হিন্দুস্তানে ইছলামের চিহ্ন সকল প্রচলিত আছে, কাজেই হিন্দুস্তান দারোল-ইছলাম, তথায় সুদ লওয়া

জায়েজ নহে।

(মাওলানা) হবিবোল মোরছালিন

সহকারী মুফতি মাদ্রাছা আমিনিয়া, দিল্লী।

দেওবন্দের মুফতি সাহেবের ফৎওয়া।

بیشک یہ شخص گمراہ ہے کہ امت سے اجماعی عقیدہ کا خلاف عقیدہ رکھتا ہے ہندوستان کا دارالحرب ہونے میں نیز اس میں کفار سے سود لینے میں علماء کا اختلاف ہے اور احتیاط اس میں ہے کہ ناجائز قرار دیا جائے☆

(شمس العلماء)

محمد یحیی عفی عنہ

ہیڈ مولوی مدرسہ عالیہ، کلکتہ☆

محمد شفیع عفی عنہ

خادم دارالافتاء دارالعلوم دیوبند☆

বিনা সন্দেহে এই ব্যক্তি ভ্রান্ত (গোমরাহ) কেননা সে ব্যক্তি উম্মতের সর্ব্ববাদি সম্মত মতের বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়াছে। হিন্দুস্তানের দারোল-হরব হওয়া এবং তথায় কাফেরদিগের নিকট হইতে সুদ লওয়া সম্বন্ধে মতভেদ হইয়াছে, ইহাতে এহতিয়াত এই যে, নাজায়েজ স্থির করা হইবে।

মোহাম্মদ শফি,
(মুফতি) দারোল-এফতা-দারোল-
উলুম, দেওবন্দ।

(শামছোল-ওলামা)
মোহাম্মদ এহইয়া।

মছলা :—

ঈদ্গাহ্ ভাঙ্গিয়া পৃথক করা সম্বন্ধে হিন্দুস্তান ও কলিকাতার মুফতি গণের ফৎওয়া।

প্রঃ— কোন ময়দানে এক সহস্র কিম্বা দুই সহস্র লোকের জামায়াতের একটি ঈদ্গাহ্ আছে, একজন ফাছাদী মানুষ পার্থিব কলহ্ বশতঃ কতকগুলি লোককে লইয়া উক্ত জামায়াত হইতে পৃথক হইয়া অন্য একটি ঈদ্গাহ্ স্থাপন করিল। এক্ষণে এইরূপ ঈদ্গাহ স্থাপন করা যাহা কলহ বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় মুছ্লমান জামায়াত ভাঙ্গিয়া দিয়া বিচ্ছিন্ন করার হেতু হইয়া থাকে, জায়েজ হইবে কি না? যে আলেম মুছ্লমানদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ ঈদ্গাহ্ স্থাপন করার আদেশ প্রদান করেন, তিনি নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদিছের লক্ষ্যস্থল হইবেন কি না?

প্রথম আয়াত :—

ولا تفرقوا

"এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন হইও না"।

দ্বিতীয় আয়াত :—

ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم☆

"আর তোমরা বিরোধ করিও না, ইহাতে তোমরা কাপুরুষ হইয়া যাইবে এবং তোমাদের শক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে"।

হাদিছটি এই :—

দেওবন্দ মাদ্রাছা ও কলিকাতা মাদ্রাছার মুফতিদ্বয়ের উত্তর।

اگر بغیر کسی شرعی عذر کے دوسری جگہ عید گاہ قائم کی ہے تو

ایسا کرنے والا گناہگار ہے اور اگر تفریق بین المسلمین کی نیت سے ایسا

کیا ہے تو یہ مندرجہ سوال کی وعید میں بھی داخل ہے☆

الظاہر ان الاجوبۃ کلہا صحیحۃ

(شمس العلماء)

محمد یحیٰی عفی عنہ ہیڈ مولوی مدرسہ عالیہ کلکتہ☆

کتبہ احقر

محمد شفیع غفرلہ

خادم دارالافتاء، دارالعلوم، دیوبند☆

অনুবাদ :—

"যদি শরিয়ত সঙ্গত কারণ ব্যতীত কেহ অন্য স্থানে ঈদগাহ করিয়া লয়, তবে এইরূপ অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি গোনাহগার হইবে। যদি মুছলমানদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইবার উদ্দেশ্যে এইরূপ করিয়া থাকে, তবে প্রগোল্লিখিত আয়তের ভীতির অন্তর্গত হইবে।

(মৌলানা) মহম্মদ শফি,
(মুফতিয়ে) দারোল-এফতায়ে
দারোল-উলুম দেওবন্দ।
২১ মহর্রম, ১৩৫৩ হিজরী।

এই সমস্ত
জাওয়াব ছহিহ,
(শামছোল-ওলামা)
মোহাম্মদ এহইয়া,
হেড মৌলবী কলিকাতা
মাদ্রাছা আলিয়া।

দিল্লী মাদ্রাছার ফৎওয়া।

بغیر ضرورت کے دوسری عیدگاہ مقرر کرنا ان اغراض مرقومہ کی وجہ سے

بڑا سخت گناہ ہے فقط☆

حبیب المرسلین

نائب مفتی مدرسہ امینیہ، دہلی☆

অনুবাদ :— "অনিবার্য্য কারণ জরুরত ব্যতীত উল্লিখিত উদ্দেশ্য সমূহের জন্য দ্বিতীয় ঈদগাহ নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন গোনাহ"।

(মাওলানা) হাবিবোল-মোরছালিন
সহকারী মুফতি দিল্লী আমিনিয়া মাদ্রাছা।

ছাহারাণপুরের মাদ্রাছার মুফতির ফৎওয়া।

مسلمانوں میں تفریق ڈالنا گناہ ہے اس سے اجتناب اور توبہ لازم ہے ☆

معین المفتی مدرسہ مظاہر علوم، سہارنپور

العبد محمود گنگوہی

الجواب صحیح

عبداللطیف

مدرسہ مظاہر علوم، سہارنپور☆

الجواب صحیح

احمد سعید مدرس مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور☆

মুছলমানদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করা গোনাহ, ইহা হইতে বিরত ও তওবা করা ওয়াজেব।

মাহামুদ গাঙ্গুহী
সহকারী মুফতি
মাদ্রাছা মাজাহেরোল
উলুম, ছাহারাণপুর,

জওয়াব ছহিহ
(মাওলানা) ছইদ
মোদারেছ মাদ্রাছা
মাজাহেরোল-উলুম ছাহারাণপুর

উত্তর ছহিহ
আবদুল লতিফ, মাদ্রাছা মাজাহেরোল-উলুম, ছাহারাণপুর।

মস্তক ঝুকাইয়া কদমমুছি করার মছলা,

দেওবন্দের মুফতির ফৎওয়া।

الجواب

نفس قدم بوسی سے بھی احتراز کرنا احوط ہے اور انحناء کی جھک کر قدم بوسی کرنا تو کس طرح جائز نہیں ہے کیونکہ اول تو بصورت اختلاف مابین الحرمۃ والحلۃ حرمت کو ترجیح ہوتی ہے اور انحناء باتفاق حرام ہے فقط☆

মূল কদমবুছি করা পরহেজ করাও সমধিক এহ্‌তিয়াত, মস্তক ঝুকাইয়া কদমবুছি করা কোন প্রকারেই জায়েজ নহে, কেন না হারাম ও হালালের মধ্যে মতভেদ হওয়ার ক্ষেত্রে হারামকে প্রবল সাব্যস্ত করা হইবে আর মস্তক ঝুকান সকলের মতে হারাম। -

মুফতি আজিজুর রহমান

ছাহারাণপুরের মুফতি ছাহেবের জওয়াব

انحناء کو فقہاء مکروہ لکھتے ہیں چنانچہ شامی میں ہے (کذا) ما یفعلونہ من تقبیل الارض بین یدی العلماء) وفی الزاھدی الایماء فی السلام الی قریب الرکوع کالسجود وفی المحیط انہ یکرہ الانحناء للسلطان وغیرہ آہ، پس قدم بوسی بصورت انحناء یقیناً مکروہ ہوگی۔ قال الشامی وظاہر کلامھم اطلاق السجود علی ھذا التقبیل اقول وھو حرام فکذا ھذا۔ عدم کراھت کا قول اس میں کسی طرح درست نہیں ہو سکتا ☆

صحیح

عبداللطیف عفا اللہ عنہ

مدرس مدرسہ مظاہر علوم، سہارن پور ☆

صحیح

رقمہ ضیاء احمد عفی عنہ

অনুবাদ ;—(১) ফকিহগণ মস্তক ঝুকানকে মকরুহ লিখিয়া থাকেন, যেরূপ শামী কেতাবে আছে, তাহারা যে আলেমগণের সম্মুখে জমি চুম্বন করিয়া থাকে, তাহারও ঐরূপ হুকুম হইবে। জাহেদী কেতাবে আছে, ছালাম কালে রুকুর নিকট ঝুকিয়া পড়া ছেজদার তুল্য হইবে।

মুহিত কেতাবে আছে, বাদশাহ ও অন্যান্য লোকের জন্য ঝুকিয়া পড়া মকরুহ (তহরিমি) হইবে। কাজেই মস্তক ঝুকাইয়া কদমবুছি করা নিশ্চয় মকরুহ হইবে।

আল্লামা শামী বলিয়াছেন, ফকিহগণের কথার মর্ম্মে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহারা এই জমি চুম্বন করার উপর ছেজদা শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

মুফতি ছাহেব বলিয়াছেন, ছেজদা হারাম, ঐরূপ জমি চুম্বন হারাম। এস্থলে ঝুকিয়া কদমবুছি মকরুহ না হওয়ার মত ধারণ করা কোন প্রকারে দোরস্ত হইবে না।

লেখক—জিয়া আহমদ।

ফৎওয়া ছহিহ, আবদুল লতিফ

ছাহারাণপুর মাদ্রাছা মাজাহেরে উলুমের মোদার্রেছ।

الجواب

قدم بوسی فی حد ذاتہ جائز ہے کہ تقبیل ید وقدم میں بحیثیت تقبیل کے کوئی فرق نہیں اور دست بوسی اور قدم بوسی کا جواز متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ مجوزین نے اسی حکم اصلی کی بنا پر جواز کا فتوی دیا مانعین نے غالباً قدمبوسی کو سجدہ کا ذریعہ ودواعی قرار دیکر سد اللباب ممانعت کا حکم لگایا

ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عوام ایسے معاملات میں اکثری طور پر حد سے تجاوز کر جاتے ہیں پس واقف اور خاص آدمی کے لئے قدمبوسی کا مضائقہ نہیں اور عوام کو اجازت نہ دینا ہی احوط ہے واللہ اعلم ☆

محمد کفایت اللہ غفرلہ

مدرسہ امینیہ، دہلی ☆

কদমবুছি মূলে জায়েজ, চুম্বন করার হিসাবে হস্ত চুম্বন করা ও কদম চুম্বন

করাতে কোন প্রভেদ নাই, হস্ত চুম্বন ও পা চুম্বন জায়েজ হওয়া কতকগুলি হাদিছে প্রমাণিত হইয়াছে। জায়েজকারীগণ এই মূল হুকুমের প্রতি লক্ষ্য করিয়া জায়েজ বলিয়াছেন। নিষেধকারিগণ সম্ভবতঃ কদমবুছিকে ছেজদার অবলম্বন ও হেতু স্থির করতঃ পথরুদ্ধ করা উদ্দেশ্যে নিষেধের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, সাধারণ লোকেরা এইরূপ ব্যাপার গুলিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করিয়া থাকেন, কাজেই অভিজ্ঞ ও খাস লোকদের জন্য কদমবুছিতে দোষ নাই। সাধারন লোকদিগকে অনুমতি না দেওয়া সমধিক এহতিয়াত।

মোহঃ কেফাএতুল্লাহ
মাদ্রাছা আমিনিয়া দেহলী।

এই ফতোয়াতে উক্ত মাদ্রাছার মাওলানা জিয়াওল হক, মাওলানা এনজার হোছাএন ও মাওলানা অহিদ হোছাএনের দস্তখত আছে।

আরও উহাতে মাদ্রাছা ফতেহপুরীর মাওলানা সুলতান মাহমুদ, মাওলানা আবদুল কাদের ও মাওলানা আবদুল মজিদের দস্তখত আছে। আরও মোজাফফর নগরের মোরাদিয়া মছজেদের মাওলানা আহমদ শেরও মাওলানা আবদুর রহিমের নাম, আমরুহা মাদ্রাছার প্রধান মোদারেছ মাওলানা আবদুর রহমান ও মাতলায়োল-উলুম মাদ্রাছার মাওলানা আবদুল অহাবের দস্তখত আছে।

قدم بوسی فی نفسہ جائز ہے لیکن موجودہ زمانہ میں بعض ممالک میں اس کو ضروری سمجھنا کہ نکرنیوالوں یا روکنے والوں پر نکیر کرنا اور وہابی وغیرہ

الفاظ سے یاد کرنا اور قدمبوسی میں بھی منکرات اعتقادی اور عملی شامل ہونا اسکو موجب ہے کہ واقف اور خاص آدمی بھی حتی الوسع اجتناب کرے ☆

اشفاق الرحمٰن مدرس مدرسہ فتحپوری ☆

মূলে কদমবুছি জায়েজ, কিন্তু বর্ত্তমান কালে কোন কোন দেশে উহা জরুরী বিবেচিত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি উহা না করে কিম্বা নিষেধ করে, তাহার উপর এনকার করা হয়। অহাবী ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হয়, আরও উহাতে এ'তেকাদি

ও আমালি দোয়াবগী আছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, অভিজ্ঞ ও খাস লোকেরা ও সাধ্যানুসারে উহা হইতে পরহেজ করা জরুরী।

(মাওলানা) এশফাকোর রহমান
মোদার্রেছ মাদ্রাছা ফতেহপুর,

ছানালি মাওলানার ফৎওয়া।

যেরূপ কদমবুছিতে মতভেদ আছে, সেইরূপ হস্ত মুখ, চক্ষু চুম্বন ও মোয়ানাকাতে মতভেদ আছে, এমাম আজম ও এমাম মোহাম্মদ (রঃ) এর নিকট এই সমস্ত মকরূহ, যেরূপ আলমগিরির ৫ম খণ্ডের ৪০৪পৃষ্ঠায়, আশেয়া তোলামায়াতের ৪র্থ খণ্ডে ২২পৃষ্ঠায় ও মাজাহেরোল হকের ৪র্থ খণ্ডের ৬২০ পৃষ্ঠায় ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। আয়নি হেদায়ার উক্ত এমাম দ্বয়ের কথার টীকাতে কয়েকটি রেওয়াএত উদ্ধৃত করিয়া দুই এমামের মজহাবকে সপ্রমাণ করিয়াছেন। চুম্বন ও মোয়ানাকা (আলিঙ্গণ) করার রেওয়াএতগুলির সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন যে, এই সমস্ত হারাম হওয়ার পূর্ব্বেকার রেওয়াএত। ইহার পরে বিভিন্ন মর্ম্মের হাদিছ গুলির মধ্যে সমতার স্থাপন করা উদ্দেশ্যে আবুমনছুরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

কোন ছামার কান্দের আলেম কতকটা বিস্তারিতভাবে হস্ত চুম্বন জায়েজ বলিয়াছেন।

আলমগিরির ৫ম খণ্ডের ৪০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, কোন আলেম কিম্বা ন্যায় বিচারক বাদশার এলম ও ন্যায় বিচারের জন্য তাহাদের হস্ত চুম্বন করিলে, কোন দোষ হইবে না। আর তদ্ব্যতীত অন্য লোকের হস্ত চুম্বন যদি মুছলমানের সম্মান উদ্দেশ্যে হয়, তবে কোন দোষ হইবে না। আর যদি এবাদাত উদ্দেশ্যে কিম্বা পার্থিব স্বার্থ উদ্দেশ্যে হয়। তবে মকরূহ হইবে। আল্লামা ছদরে শহিদ প্রত্যেক অবস্থাতে মকরূহ হওয়ার ফৎওয়া দিতেন।

আয়নিহেদায়ার টীকা হস্ত চুম্বন, পা চুম্বন ইত্যাদি সংক্রান্ত কতিপয় রেওয়াএত উল্লেখ করিয়া এই ভাবে সমতা স্থাপন করিয়াছেন যে, সম্মান উদ্দেশ্যে হইলে, জায়েজ হইবে। আর কাম ভাব উদ্দেশ্যে হইলে, জায়েজ হইবে না।

لیکین ان رعایات میں قطع نظر از ین امر کہ بعض مجروح ہیں سب
فعلی حدیث ہیں اور انحناء والتزام وتقبیل کی ممانعت اور نفس مصافحہ کے
اجازت کی حدیث اور حدیث انس رضی اللہ عنہ قولی ہے اور حکمت قوی کو

فعلی پر ترجیح ہوتی ہے فلہذا مذہب اما میں مذکورین رحمہما اللہ کو ترجیح ہے

اوراس ترجیح کے موئد مظاہر حق کی توجیح ہوسکتی ہے۔ جبکہ صاحب مظاہر

حق زارع ولی حدیث سے ہاتھ پاؤں کا چومنا ظاہر معلوم فرماتے ہیں

اور فقہا کو دیکھتے ہیں کہ اس سے منع فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ خصائص

آنحضرت صلعم سے ہے☆

"কিন্তু এই রেওয়াএত গুলির কতক জইফ, ইহা না ধরিলেও সমস্তই ফে'লি হাদিছ। মস্তক ঝুকান, মোয়ানাকা ও চুম্বন নিষিদ্ধ হওয়া ও মোছাফাহার অনুমতি সংক্রান্ত (হজরত) আনাছ (রাঃ) র হাদিছ কওলি হাদিছ। ফে'লি হাদিছ অপেক্ষা কওলি হাদিছ প্রবল হইয়া থাকে, এই হেতু উল্লিখিত এমাম দ্বয়ের মজহাব প্রবল প্রতিপন্ন হইতেছে। এই প্রবল হওয়ার সমর্থক মাজাহেরে হকের توجیہ হইতে পারে। যখন মাজাহেরে হক প্রণেতা দেখিলেন যে, জারেয়ে'র হাদিছে হস্ত পদ চুম্বন করা প্রমাণিত হইতেছে, আর ফকিহগণকে দেখিতেছে যে, তাঁহারা উহা নিষেধ করিয়া থাকেন এই হেতু তিনি বলিয়াছেন, ইহা নবি (ছাঃ) এর বিশিষ্ট হুকুম"।

তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, কদমবুছিতে সীমা অতিক্রম করার বিবরণ এই যে, আমি কিছু দিবস পূর্ব্বে ফতেহপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, ইহা প্রকাশ করিতে কোন তিরস্কার কারীর তিরস্কারের ভয় করি না, উহা এই যে, সর্ব্বদা বিশেষতঃ ফজরের নামাজ পরে কতক লোক মোছাফাহ পরে হস্ত চুম্বন করিতে দেখিতে পাইয়াছি, উহাতে এরূপ খণ্ড ও খজু করা হয় যে, নামাজে উহা করা হয়না। আর রাত্রি কালে তথায় যে এবাদতের কিম্বা তা'জিমের উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহা আল্লাহ পাক জানেন। যদি এইরূপ প্রভেদ করা হয় যে, মস্তক ঝুকান যদি মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে হারাম হইবে, আর যদি গৌণ উদ্দেশ্য হয়, তবে দোষ হইবে না, হস্ত চুম্বনের জন্য মস্তক ঝুকান ও চিকিৎসকের ঔষধ লাগাইয়া দিতে মস্তক ঝুকান এতদুভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, একটি দ্বিতীয়টির উপর কেয়াছ করা قیاس مع الفارق বাতীল কেয়াছ। চিকিৎসকের মস্তক ঝুকান গৌণ উদ্দেশ্য (আরেজি বিষয়), কিন্তু হস্ত চুম্বন কার্য্যে চুম্বন ও মস্তক নত করা উভয়টি মূল উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, বিশেষতঃ

এই জামানাতে হস্ত চুম্বন এত অধিক উদ্দেশ্য নহে, মস্তক ঝুকান নিশ্চয় সমধিক মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া থাকে।

যদি আমি মানিয়া লই যে, সেই বোজর্গ চুম্বন কারীকে যেরূপ হউক চুম্বন করার সুবিধা সুযোগ করিয়া দেয়, তবে অন্ততঃ যে কদম চুম্বন হাদিছের বিপরীত না হয়, উহা জায়েজ হইবে। আর যাহা উহার বিপরীত হয়, উহা নাজায়েজ হইবে, হজরত আনাছের آ سخی ا لخ এই হাদিছ উহার মূল দলীল স্থির করিতে হইবে।

বেলাএত আহমদ ছাম্ভেলী,
মোদার্রেছ মাদ্রাছা আলিয়া ফতেহপুর, দিল্লী।

البتہ قدمبوسی میں چونکہ انحناء سر کا نیچا کرنا اسی مقصد کے لئے صورۃ
سجدہ ہے وشائبہ شرک ہے ناجائز ہے جیسا کہ شرع شریف میں حقیقت
شرک سے محفوظ رکھا گیا ہے اسی طرح شائبہ شرک سے بھی بچایا گیا ہے

۔ درالمختار میں ہے قال کل ما ادی الی ما لا یجوز لا یجوز اور کمر جھکا کر سلام
کرنے کو مکروہ لکھا ہے ☆

نورالحسن عفی عنہ۔
مدرس مدرسہ حسین بخش، دہلی ☆

অবশ্য কদমবুছিতে যে হেতু মস্তক ঝুকান উক্ত উদ্দেশ্যে ছেজদার আকৃতি ও শেরকের সন্দেহ হয়, এই হেতু নাজায়েজ, যেরূপ শরিয়তের মূল শেরক হইতে রক্ষা করা হইয়াছে, সেইরূপ শেরকের গন্ধ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। দোর্রোল মোখতারে আছে, যে কার্য্য নাজায়েজ কার্য্যের দিকে পৌঁছাইয়া দেয়, উহা নাজায়েজ হইয়া থাকে। কমর ঝুকাইয়া ছালাম করা মকরুহ বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

নুরোল-হাছান
মোদার্রেছ মাদ্রাছা, হোছাএন বকশ, দিল্লী।

جیسا کہ مولانا ولایت احمد صاحب نے مفصلا وشرحا زمانہ کے

حالات اور عامۃ الناس کے خیالات سے بحث کرتے ہوئے بدلائل

امور مذکورہ فی السوالات کو شرعی حیثیت سے ممنوع قرار دیا ہے اسکی

تصدیق پرزور الفاظ سے احقر بھی کرتا ہے اور جیسا کہ فقہاء رحمھم اللہ تعالی

اجمعین کی ممانعت کو محققیں علماء آجاسی مفسدہ کے عارضی ہونے پر محمول

فرمادئے ہیں آج اسی مفسدہ کے تحقیق میں کلام نھیں عوم کو جواز فی نفسہ اور

عدم جواز لغیرہ ممتاز نھیں ھوتا بدین وجہ ممانعت بھی اولی ہے اسی طرح بھت

سے جزئیات فقھیہ میں عدم جواز لغیرہ پایا جارھا ہے جس کا اصل احادیث

کی تفتیش کرنے سے یقینا معلوم ھوجاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب ☆

ابونصر حبیب اللہ
مدرس مدرسہ اسلامیہ میرٹھ ☆

যেরূপ মাওলানা বেলাএত আহমদ ছাহেব বিস্তারিত রূপে জামানার অবস্থা ও লোকদের বিপদের কাহিনী আলোচনা করিতে করিতে ছওয়াল উল্লিখিত বিষয়গুলি দলীল প্রমান দ্বারা শরিয়ত হিসাবে নিষিদ্ধ স্থির করিয়াছেন, আমি ও উচ্চ শব্দে উহার সমর্থন করিতেছি। যেরূপ বিচক্ষণ আলেমগণ ফকিহগণের নিষেধের হেতু আনুষাঙ্গিক ফাছাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আজকাল এই ফাছাদের বর্তমান থাকায় কোন সন্দেহ নাই, সাধারণ লোকেরা মূল বস্তু জায়েজ হওয়া ও আনুষাঙ্গিক কারণে নাজায়েজ হওয়ার মধ্যে প্রভেদ জানে না, এই হেতু উহা নিষিদ্ধ হওয়া সমিচীন বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ ফেকাহের অনেক জুজি মছলাতে আনুষাঙ্গিক কারণে নাজায়েজ হওয়ার হকুম দেখা যায় হাদিছ গুলি অনুসন্ধান করিলে, উহার মূল নিশ্চয় পাওয়া যায়।

আবুনছর হবিবুল্লাহ,
মোদার্রেছ মাদ্রাছা এছলামিয়া মিরাঠ।

الجواب

بوجہ غلو فی الابتداع (اگرچہ بعض روایت کتب فتاوی اس کے جواز کی طرف مائل ہیں) تقبیل رجلین ممنوعات سے قرار دیا جاوے جیسا کہ بعض عبارات فقہ بھی اس طرف مشیر ہیں کیونکہ امتیاز اور احتیاط فی زمانا مفقود ہے۔ اگر نفس الفاظ بعض احادیث کو دیکھتے ہوئے جواز کا فتوی دیا جاویگا تو بہت سے مفاسد پیدا ہو جانیکا اندیشہ ہے☆

محمد حشمت علی عفی عنہ

مدرس مدرسہ دار العلوم جامع مسجد شہر میرٹھ☆

"বেদায়াত কার্য্যে বাড়াবাড়ি হওয়া বশতঃ যদিও ফৎওয়ার কেতাবের কতক রেওয়ায়াএতে কদমবুছি জায়েজ হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তবু কদমবুছি নিষিদ্ধ স্থির করিতে হইবে, যেরূপ ফেকহের কতক এবারত ইহার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে, কেননা আমাদের জামানাতে জায়েজ ও নাজায়েজের মধ্যে প্রভেদ ও এহতিয়াত করা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। কতক হাদিছের মূল শব্দ দেখিয়া জায়েজ হওয়ার ফৎওয়া দিলে, বহু ফাছাদ পয়দা হওয়ার আশঙ্কা আছে।

মোহাম্মদ হাশমাত আলি, মোদারেছ মাদ্রাছা,
দারোল-উলুম জামে' মছজেদ শহরে-মিরাঠ।

এই ফৎওয়াতে রামপুর মাতলায়োল-উলুম মাদ্রাছার মোদার্রেছ সৈয়দ আহমদ হাজরাবি নছিব আহমদ ও মোহঃ আবদুর রাজ্জাক ছাহেবের দস্তখত আছে।

ھوالمصوب

جبکہ قدمبوسی کو انحناء عادت لازم ہے اور اس میں سبھی کہتے ہیں کہ یہ انحناء بھی مثل قدم بوسی کے تو اضعا و تعظیما ہوتا ہے تو باوجود انحناء تعظیمی

کے منع ہونے کے قدم بوسی کا جوز معقول نہیں معلوم ہوتا ☆

محمد مقصد قضاء رائپوری ☆

যখন কদমবুছিতে মস্তক ঝুকান স্বভাবতঃ জরুরি, আর ইহাতে সন্দেহ নাই যে, এই মস্তক নত করাতে কদমবুছির তুল্য নম্রতা ও তা'জিম হইয়া থাকে। আর এই তা'জিমি মস্তক নত করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্বেও কদমবুছি জায়েজ হওয়া জ্ঞানের বহির্ভূত।

মোহঃ মকছেদ কাজি-রায়পুর।

মছলা ;—

প্রশ্ন;— মেদিনিপুরী পীর মাওলানা মোর্শেদালি কাদেরি ছাহেবের মুরিদগণ পীরের পায়ে ও কবরে ছেজদা করিয়া থাকেন, ইহা জায়েজ কি না?

উঃ— উক্ত হজরতের খলিফা মোর্শেদাবাদ ছালারের মৌলবি ওবাইদুল্লাহ ছাহেব তাঁহার হুকুম অনুসারে যে কওলোল-জমিল কি এছবাতেত্তকবিল, নামক কেতাবে লিখিয়াছেন উহা কলিকাতা শাহী কেতাব খানাতে পাওয়া যায় এবং ১২৯৪ সালে লাহোরের মোস্তাফায়ি প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

উহাতে লিখিত আছে ;—

وانچه در قدم بوسی بطریق ثانی مروج است

جز این نیست که برای احتراز از انحناء وشبهه سجود

است وان حرام پس اگر کسی هر دولب بر قدم

بزرگی نهاده بی توسط دست ببوسد لا باس به است

بشرطیکه از انحناء وتشبه بسجود احتراز کرده باشد

ودروایت است نبی علیه السلام بوس کرد حجر اسود

را ونهاد هر دولب مبارک خود را بروی چنانچه در

هدایه آورده است اگر گویند درین فعل انحناء لازم می آید

گوئیم دریںجا اذن شرعی است فلا یقاس علیہ غیرہ وگر کسی از فرط عشق وجذبۂ محبت چشم خود بر پای بزرگی سایدلا باس بہ است لیکن احتراز از انحناء و تشبہ بسجود واجب است☆

"কদমবুছির দ্বিতীয় নিয়ম যাহা প্রচলিত আছে, উহার একমাত্র কারণ এই যে, মস্তক নত করা ও ছেজদার ভাবাপন্ন হওয়া হইতে পরহেজ করার জন্য ইহা করা, উহা ত হারাম। এক্ষণে যদি কেহ হস্তের মধ্যস্থতা ব্যতীত দুই ওষ্ঠ দ্বারা কোন বোজর্গের কদম চুম্বন করে, তবে দোষ হইবে না, কিন্তু শর্ত্ত এই যে, মস্তক নত করা ও ছেজদার ভাবাপন্ন হওয়া হইতে পরহেজ করিবে। রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, নবি (ছাঃ) হাজারে-আছওয়াদকে চুম্বন করিয়াছিলেন, এবং নিজের ওষ্ঠ মোবারক দ্বয় উহার উপর স্থাপন করিয়াছিলেন, যেরূপ হেদায়া কেতাবে বর্ণিত হইয়াছে। যদি কেহ বলেন, এই কার্য্যে মস্তক নত করা অনিবার্য হইয়া পড়ে, আমরা বলিব, এই স্থলে শরিয়তের অনুমোদন আছে, কাজেই ইহার উপর অন্য বিষয়কে কেয়াছ করা যাইবে না।

যদি কেহ অতিরিক্ত প্রেম ও মহব্বতের আকর্ষণে নিজের চক্ষুকে কোন বোজর্গের পায়ের উপর মর্দ্দন করে, তবে দোষ হইবে না, কিন্তু মস্তক নত করা ও ছেজদার ভাব হইতে পরহেজ করা ওয়াজেব।

আরও উক্ত কেতাবে আছে,—

بوسیدن زمین بہ پیشگہ علماء حرام است وفاعل ان وہر کہ بدان راضی بود ہر دو آثم اند زیرا چہ ان مشابہ است بپرستش بتان وگفت شمس الائمہ سرخسی سجدہ برای غیر خدا بر وجہ تعظیم حرام است کذا فی الکفار☆

"আলেমগণের সম্মুখে জমি চুম্বন করা হারাম, উক্ত ছেজদাকারী এবং যে কেহ উহার উপর রাজি থাকে, উভয়ে গোনাহগার হইবে, কেন না উহা পুতুল

পূজার সমভাবাপন্ন কার্য্য। শামছোল-আএম্মায় ছারাখছি (রঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ ব্যতীত সম্মানার্থে অন্যের ছেজদা করা হারাম, ইহা কেফায়া কেতাবে আছে। কলিকাতা মাদ্রাছার মোদারেছ শামছোল-ওলামা মাওলানা বেলাএত হোছাএন ছাহেব উক্ত কেতাবের ৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

لاریب فیہ ۔ قدم بوسی مشائخ کبار و اولیاء عظام جائز است بشرطیکہ انحناء و تشبہ بسجود یافتہ نشود ☆

ولایت حسین عفی عنہ ☆

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, বড় বড় পীর ও মহা মহা অলির কদমবুছি জায়েজ, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু শর্ত্ত এই যে, মস্তক নত করা ও ছেজদার ভাব পাওয়া না যায়।

বেলাএত হোছাএন।

উপরোক্ত বিবরণে মেদিনীপুরী দলের ছেজদা করার মত বাতিল হইয়া গেল।

সমাপ্ত